শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

বর্ণপরিচয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

প্রথম ভাগ।

অসংযুক্ত বর্ণ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪৪।

PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY
No. 25 SUKKUS STREET CALCUTTA
1888

শ্রীবিনয়ভূষণ রায় এম. এ

শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

শ্রীবিনয় ভূষণ রায়, এম. এ.,
ডিপ. লিব., ডিপ্লোমা ইন বেসিক এডুকেশন
গ্রন্থাগারিক, নৃতত্ত্ব বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা—৭০০০০৬

॥ 'বর্ণপরিচয়ের' স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে
নিবেদিত হল ॥

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় তাঁর রচিত 'শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়' বইটির ভূমিকা লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০—৯১) 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে পূর্বে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

লেখক বিনয়ভূষণ প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের দিক থেকে 'বর্ণপরিচয়' বইটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অনুকরণে 'গণিত' এবং ইংলণ্ডের ন্যাশন্যাল স্কুল সোসাইটির অনুকরণে বাংলা পাঠ সংকলন প্রকাশিত হয়। তখনো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম হয়নি।

লেখক উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের স্কুল পাঠ্য বইগুলি নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক কারণে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষার' পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কিছু পরে দেখা দেয়। লেখক 'বর্ণপরিচয়' বইটির বিভিন্ন সংস্করণের ফটোকপি সংগ্রহ করেছেন এবং তার ফলে সংস্করণগত পার্থক্যগুলি এখনকার পাঠকদের কাছে বেশ কৌতূহলের ব্যাপার হবে। যেমন আমরা দেখছি বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে ১৮৭৫ সালের সংস্করণে ছিল 'ঐক্য বাক্য অনৈক্য' অথচ বদলে গিয়ে হয় 'ঐক্য বাক্য মানিক্য'। এই ধরণের বহু তথ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 'বর্ণপরিচয়' প্রবর্তনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে এসে পৌছেচেন। আমার মনে হয় বইটি পড়ে সবাই উপকৃত হবেন।

৩ আগষ্ট ১৯৮১

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
উপাচার্য
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০০০৭।

মুখবন্ধ

১৯৮০ সাল 'বর্ণপরিচয়ের' ১২৫ পূর্তি বছর। এই উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এটা ভেবে আনন্দ হয়, ১২৫ বছর আগে এমন একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল যা আজও আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকতে পারে। তাই আমরা 'বর্ণপরিচয়'কে নিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারি। কিন্তু এ গর্বের প্রকৃত কারণ কি? বিভিন্ন ব্যক্তি ইহাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনেকের মতে বাংলা ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়ের জন্যই 'বর্ণ-পরিচয়ের' সৃষ্টি।[১] কারো কারো মতে উহা শুধু শিশু শিক্ষার জন্যই সৃষ্টি।[২] কেউ বা একে প্রথম ধ্বনি সাহিত্য বলে চিহ্নিত করেন।[৩] কিছু কিছু ব্যক্তির মতে জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের জন্যই বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেন।

উপরোক্ত কারণগুলি থেকে আংশিক সত্য খুজে প্যাওয়া যায়। কিন্তু আসল সত্য উদঘাটনের জন্য তৎকালীন সামাজিক অবস্থার দিকে ফিরে তাকান প্রয়োজন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগে আমাদের দেশে শিশু-শিক্ষার জন্য একটা দেশীয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ঐ পদ্ধতিতে কোন ছাপা বইয়ের প্রয়োজন

---

(১) (ক) বর্ণপরিচয়ের একশত পঁচিশ বছর—প্রমথনাথ বিশী (সত্যযুগ ১৩৮৬, ১৯ শে চৈত্র)।

(খ) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৭৩ পৃঃ, ৩৩০।

(গ) বর্ণপরিচয়: বর্ণের সংস্কারের বিবর্তন—তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (দৈনিক বসুমতী, ১৩৮৬, ৩০শে চৈত্র)।

(২) বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগর—মিহির আচার্য্য (সত্যযুগ, ১৩৮৬, ৩০শে চৈত্র)।

(৩) বর্ণপরিচয়ের ১২৫ বছর—রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত (যুগান্তর, ১৩৮৬, ২৭শে চৈত্র)।

(৪) বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়—ষোষিৎ ভূষণ ভৌমিক—(সত্যযুগ, ১৩৮৬)।

হ'ত না। কারণ সে সময় দেশে ছাপাখানা স্থাপিত হয়নি। ছাপাখানা স্থাপনের সাথে সাথে কম সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে ছাপা বই প্রকাশিত হওয়ায় কলকাতার পাঠশালাগুলিতে উহা প্রচলিত হয়। কলকাতা থেকে দূরে অবস্থিত পাঠশালাগুলিতে কিন্তু উহার প্রচলন হয়নি। কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে উহা জাত নষ্ট করার ফাঁদ হিসেবে পরিচিত ছিল।

সেই সমস্ত বইতে পাশ্চাত্য জ্ঞানের উল্লেখ না থাকায় এবং শাসক শ্রেণীর কাছে উহা শিশুশিক্ষার অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমদিকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরব ছিল। কিন্তু কলকাতা ইংরেজ রাজত্বের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং আর্থিক উপার্জনের খাতিরে অবস্থাপন্ন দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবনতা দেখা দেয়। ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। এর কিছু পরে কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সরকারীভাবে ১৮২৩ সালের প্রাচ্য শিক্ষার সিদ্ধান্ত; ১৮৩৫ সালে বাতিল করে, পাশ্চাত্য শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কাজ অনেক আগেই শুরু হয়। ১৮২৯ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে একখানি পত্র লেখেন। প্রথমে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঐ পত্র খানিকে আমল দেননি। ১৮৩৫ সালের ২রা জানুয়ারী অ্যাডাম পুনরায় তাঁকে আর একখানি পত্র লেখেন। ১৮৩৫ সালের ২০শে জানুয়ারী বেণ্টিঙ্ক উক্ত পত্রের উত্তর দেন এবং তাকে এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একখানি রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেন। ১৮৩৫—৩৮ সালের মধ্যে তিনি তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। অর্থ, শিক্ষক এবং বই এর অভাব দেখিয়ে সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। পরবর্ত্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ১০১টি বাংলা পাঠশালা স্থাপন করেন। উহাও শিক্ষক, বই এবং দেখাশুনার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাডামের পরিকল্পনা অনুসরণ করে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফট্যানেণ্ট গভর্ণর জেমস থমসন একটি পরিকল্পনা রচনা করে ঐ অঞ্চলের জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। উক্ত কাজের ফল দেখে ১৮৫৬ সালে কোর্ট অব ডাইরেকর্টস দেশের অন্যান্য অঞ্চলে উক্ত পরিকল্পনা সম্প্রসারণের অনুমতি দেয়। ইতিমধ্যে থমসন পরিকল্পনা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ডাঃ

মৌয়েট-কে ১৮৫২ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পাঠান হয়। সেখান থেকে ঘুরে এসে তিনি ১৮৫৩ সালের ৩রা অক্টোবর বাংলা দেশের উপযুক্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দান সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ১৮৫৩ সালের ২৫শে অক্টোবর ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বাংলার লেফট্যানেণ্ট গভর্ণরকে বাংলা ও বিহারে থমসন পরিকল্পনা প্রয়োগের আদেশ দেন। শিক্ষাপরিষদের সদস্যদের মধ্যে এই বক্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়। তৎকালীন শিক্ষা পরিষদের সদস্য এফ. জে. হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাই সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। ঐ পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই জনশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার আভাষ পাওয়া যায়। ঐ পরিকল্পনাটিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) বই সমস্যা (২) শিক্ষক সমস্যা এবং (৩) পরিচালনা সমস্যা। বইয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি রচনা করেন। শিক্ষক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একদিকে নরম্যালস্কুল স্থাপন এবং অপর দিকে পরিচালনা সমস্যা সমাধানের জন্য নিজে সমগ্র বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ১৮৫৪ সালের ২৪শে মার্চ হ্যালিডে এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাবিভাগের কাছে একটি বক্তব্য পাঠান। বিদ্যাসাগরকে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৮৫৪ সালের মে মাসে হ্যালিডে বাংলার লেফট্যানেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় ১৮৫৫ সালে বাংলার ৪টি জেলায় (হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিণীপুর, নদীয়া) উক্ত পরিকল্পনাটি পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করে বিদ্যাসাগরকে উহার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালের ১৯শে জুলাই উড ডেসপ্যাচেও ভারত সরকারকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার বিষয় নজর দিতে বলা হয়। উক্ত বক্তব্য সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। কারণ প্রাদেশিক সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি উদাসীন ছিল।[৫]

---

(৫) History of Vernacular Education in Bengal, by N. L. Basak. Calcutta, 1974. p, 426.

এর ফলে বিদ্যাসাগরের সাথে প্রাদেশিক সরকারের মতবিরোধ ঘটে। পরবর্তীকালে স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে ঐ মতবিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। ১৮৫৮ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে শিক্ষা অধিকর্তা ডব্লু. গরডন. ইয়ংকে লিখিত পদত্যাগ পত্রে তিনি বলেন, "Among the minor causes that have led to my taking so serious a step, are the absence of all further prospects of advancement and the want of that immediate personal sympathy with the present system of Education, which every conscientious servant of the Department should possess."[৬]

এরপর ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি হ্যালিডেকে তাঁর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে যে পত্র লেখেন তাতেও উক্ত বক্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওটে। তিনি ঐ পত্রে লেখেন, "I had often represented to you, that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Government under existing circumstances and that I considered the present system upon which the Vernacular Education was conducted, was a mere waste of money. You are aware that I often met with discouragement in my way."[৭]

কিন্তু এই মতবিরোধের প্রকৃত কারণ কি? এর প্রকৃত কারণ বিদ্যাসাগর তৎকালীন শিক্ষা নীতির অন্ধ অনুকরণ করতে চাননি। তিনি শিক্ষাকে শুধু অর্থ উপার্জনের পাথেয় হিসাবে দেখেন নি। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল মানুষের মন থেকে কু-সংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিক বোধ জাগিয়ে তোলার প্রধান অস্ত্র। তাই তিনি সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে বাংলা শিক্ষার বনিয়াদকে রচনা করতে চেয়ে ছিলেন।[৮]

অপর দিকে নগরকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন শিক্ষানীতি তৈরী হয়। এর ফলে

---

(৬) Unpublished letters of Vidyasagar ; ed. by Arabinda Guha. Calcutta, 1971, p-47.

(৭) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র। কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃঃ—২২৮।

(৮) বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালীসমাজ—বিনয় ঘোষ।
কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ—১৮৮—১৮৯।

গ্রামের মানুষ অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারেই বন্দী হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেই অন্ধকারকে দূর করতে চেয়েছিলেন।[৯] 'বর্ণপরিচয়' হল তাঁর প্রথম হাতিয়ার। এই 'বর্ণপরিচয়ে'র মধ্য দিয়েই তিনি আধুনিক সভ্যতা ও তার অগ্রগতির সাথে দেশবাসীর পরিচয় করে দেন। ইহাই হল 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রধান সাফল্য।

সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরবর্তীকালে গ্রান্টের শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিতে বাধ্য করে। ১৮৫৯ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর তিনি তৎকালীন বাংলার ছোট লাটকে এই সম্পর্কে লেখেন, "As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble openion, confine, itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale."[১০]

'বর্ণপরিচয়ে'র আগে প্রকাশিত বর্ণমালায় অনেক প্রকারের বাংলা অক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী অক্ষরের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিদ্যাসাগর আগেই ঐ সমস্ত অক্ষর সংস্কারের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সম্পর্কে ১৮৩৮ সালের ২২শে এপ্রিল "বেঙ্গল হেরাল্ড" পত্রিকায় একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হয়, সংস্কৃত অক্ষর থেকেই বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি। সুতরাং সংস্কৃতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরাই উহার সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম।

সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অসুবিধা থাকায় উহাদের দ্বারা প্রকৃত উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কতগুলি বাংলা অক্ষর বিলোপ করার সুপারিশ করা হয়। যথা :—ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ণ ও ন-এর উচ্চারণ ইংরাজী N-এর মত। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ B এর মত। জ, য এর উচ্চারণ J এর মত। ক্ষ এর উচ্চারণ Kh এর মত এবং শ, ষ, স এর উচ্চারণ S এর মত। সাধারণের সুবিধার জন্য ঐ সমস্ত অক্ষরগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র অক্ষর ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এর ফলে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর সংখ্যা হয় নিম্নরূপ :—

(৯) তদেব পৃঃ—২০৯—২১০।

(১০) তদেব পৃঃ—৪৪৩।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ঢ ড ণ ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল শ হ।

অনুরূপ ভাবে স্বরবর্ণের মধ্যেও অনেক অক্ষর বাদ দেওয়া হয়। যথা :— উ ও ঊ এর উচ্চারণ U এর মত হওয়ায় ঊ-কে বাদ দেওয়া হয়। ঋ, ৠ ও র এর উচ্চারণ R এর মত হওয়ায় ঋ ও ৠ বাদ দিয়ে র দিয়ে কাজ চালানর সুপারিশ করা হয়।

ঌ, ৡ, ল এর উচ্চারণ L এর মত হওয়ায় ঌ, ৡ বাদ দেওয়া হয়।

ই, ঈ এর উচ্চারণ I এর মত হওয়ায় ঈ কে বাদ দেওয়া হয়। অনুরূপ ভাবে ি ও ী এবং ু ও ূ থেকে একটি করে ই-কার ও উ-কার বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।[১১] বিদ্যাসাগরও বাংলা অক্ষরের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তিনি উপরোক্ত সুপারিশ মত বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগের মুখবন্ধে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মিশনারী জন মার্ডকও বাংলা অক্ষরের সংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগরকে একখানি পত্র লেখেন।

শিশুপাঠ্যের বিষয় বস্তু নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। কারণ তৎকালীন বাঙ্গালী জাতির দোষগুণ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাই তাঁর পরিকল্পনায় 'বাঙ্গালী জাতি' যাতে ঐ সমস্ত দোষে দুষ্ট না হয় সেই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি 'বর্ণপরিচয়ের' বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। ঐ সমস্ত বিষয়বস্তু পরিবেশনের পদ্ধতির জন্য তিনি তৎকালীন ইংলণ্ডের শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলনকে ভালভাবে অনুধাবন করেন এবং তা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজস্ব চিন্তাধারায় 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর রচনা-সংগ্রহের বইগুলিই-এর সাক্ষ্য বহন করে। শুধু বিষয়বস্তু কেন তাঁর রচনা প্রণালীর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের আলোতে 'বর্ণপরিচয়'কে বিশ্লেষন করলে ইহাই প্রমানিত হয়। নীচে এই সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

---

(১১) **(An)** Important reform in the Bengalee alphabet (In the Friend of India, 1838, 26 April).

১। দেড় বছর থেকে দুই বছরের ছেলেমেয়েরা টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বাক্যের মত ছোট ছোট বাক্য দিয়ে কথা বলে।[১২] উহাদের পক্ষে বড় বড় বাক্য ব্যবহার করা ও মনে রাখা সম্ভব নয়। ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েদের কথা মনে রেখেই, 'বর্ণপরিচয়,' প্রথমভাগে ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার করা হয়। যথা—বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল ইত্যাদি।

২। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উচ্চারণে নানা অসঙ্গতি দেখা যায়।[১৩] সাথে সাথে ঐ অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে উহা দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই জন্যই 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগে (ষষ্ঠীতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে) উচ্চারণের উপর দৃষ্টি দিতে বলা হয়।

৩। যে সমস্ত শব্দ শিশুদের কাছে সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন, গল্পের মাধ্যমে উহা অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।[১৪] 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে অর্থের বদলে বর্ণবিভাগ শিখানোর নির্দেশ-দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য মাঝে মাঝে এক একটি পাঠ দেওয়া হয়। ঐ সকল পাঠের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ষষ্ঠ পাঠ (মাধবের গল্প) বাদে অন্য কোন স্থানে প্রহারের কথা উল্লেখ করেন নি। এতে মনে হয় ছাত্রদের স্বভাব পরিবর্তণের জন্য তিনি প্রথমে প্রহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং তাদের ভাল করে দোষ-গুণ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি (মেদিনীপুর), বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি ও দেবকুমার বসু প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ আলোচনা করলে

---

(১২) The Genesis of language, a phycholinguistic approach; ed by F. Smith and G. A. Miller. London, 1966, P, 18

(১৩) (The) Study of articulation and language development during the early school years, by Mildred C. Templin. (In the Genesis of language*** ; ed, by. F. Smith and G. A. Miller, London, 1966, Pp, 173 – 186)

(১৪) (The) Psychology of learning orthography, by D. N. Bogoyavleniskii, Moscow, 1957 (Ibid, Pp, 364 – 365)

দেখা যায়, একই শব্দের বিভিন্ন বানান করা হয়েছে। এথেকে এটাই প্রমান হয়, শিশুদের নির্ভুল বানান শিক্ষা দেওয়া নিয়েও তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। পরিশিষ্টের শেষে টীকাতে এ বিষয় আলোকপাত করা হল।

তদুপরি সহজ ও সরল রচনা প্রনালী, ভাষা শিক্ষার ভিত এবং দেশীয় মানসিকতা গঠনে উপযোগী হওয়ার জন্যই 'বর্ণপরিচয়' এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর জীবিত অবস্থায় 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগের ১৫২টি এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৪০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শিশুমনের গ্রহনের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সংস্করণে তিনি কিছু না কিছু পরিবর্তন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমাদের দেশে ঐ সমস্ত সংস্করণগুলি আর পাওয়া যায় না। তাই তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে কয়েকটি মাত্র সংস্করণ পাওয়া যায়। উক্ত কয়েকটি সংস্করণ থেকেই (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা করা যেতে পারে। ঐ সমস্ত সংস্করণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী শুধু আমার লেখারই সাহায্য করেনি, সমগ্র দেশের এক বিরাট উপকার সাধন করেছে। কারণ ঐ সমস্ত সংস্করণের তথ্য না পেলে বিদ্যাসাগরের বিরাট পরিকল্পনার একটা দিক অন্ধকারেই থেকে যেত। তাই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। উক্ত লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত শ্রীযুক্তা প্রতিভা বিশ্বাস আমাকে 'বর্ণপরিচয়' সম্পর্কে নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাঁর সাহায্য না পেলে বর্ণপরিচয় সম্পর্কে এত তথ্য জন সাধারণের কাছে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাই আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ।

প্রথমে আমার এই বক্তব্যকে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ অনুযায়ী আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত প্রবন্ধকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি।

বন্ধুবর প্রণবকুমার ঝাঁ, ও ভোলা নাথ ঘোষ আমার পাণ্ডুলিপি খানি দেখে দিয়ে, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও লেখক শ্রীমুরারী ঘোষ নানা ভাবে উপদেশ দিয়ে, শ্রী সুজিত ঘোষ ও শ্রী সুনীল দাস বহু তথ্যদিয়ে এবং শ্রী অশোক চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় অনুগ্রহ করে এই বইটির ভূমিকা লেখে দেওয়ায়, তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রী অশোক উপাধ্যায়, শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রমথকুমার চন্দ, শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায় এবং স্নেহের ছোট বোন রুমঝুম রায় চৌধুরী নানা ভাবে সাহায্য করে আমার অশেষ উপকার করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং শ্রীরামপুর কেরী-লাইব্রেরী থেকে আমি আমার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করি। এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিটি কর্মীকে অভিনন্দন জানাই।

এই বইখানি প্রকাশে সাহায্য করার জন্য শ্রীসুকুমার চৌধুরী এবং প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা,
১৫ই আগষ্ট, ১৯৮১।

শ্রীবিনয় ভূষণ রায়

সূচীপত্র

শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নানা প্রকারের বই প্রকাশিত হ'তে থাকে। সেই সময়ে দেশীয় পাঠশালায় জমি-জমা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, চাণক্য শ্লোক ইত্যাদি শেখানো হ'ত।[১] ইউরোপীয় শাসকদের কাছে ঐ পাঠ্যসূচী পছন্দ হয়নি। তাই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের প্রসারের জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী স্থাপিত হয়।[২] উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গ্রেটবৃটেনের বিদ্যালয়ের অনুকরণে গণিত[৩] এবং ইংলণ্ডের ন্যাশনাল স্কুল সোসাইটীর অনুকরণে বাংলা পাঠসংকলন[৪] ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ঐ সমস্ত বই কলকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত স্কুলসমূহের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখনও দেশীয় পাঠশালায় দেশীয় প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এদেশীয়রা প্রথম দিকে মুদ্রিত বইকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ তারা একে জাত নষ্ট করার ফাঁদ বলে মনে করত।[৫]

পরবর্তীকালে দেশীয় প্রথায় পাঠদানের জন্যও বই প্রকাশিত হয়।[৫] কলকাতার কাছাকাছি অনেক পাঠশালায় অবশ্য হাতে লেখা পুঁথির পরিবর্তে ছাপানো জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের বই ইত্যাদি পড়ানো হ'ত, তবে তার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য।[৬] অপরদিকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা আর্থিক কারণে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের ধারণা ছিল "ইংরেজী ভাষা জ্ঞান প্রাপ্তে অভিজ্ঞ হইলে এক্ষণে মনুষ্যেরা যেরূপ কর্মঠ হইয়া অবহেলে জীবনোপায় পাইবেক, অন্য ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন হইবেক***।"[৭]

ঐ সময়ে স্কুল বুক সোসাইটি ছাড়া মিশনারীদের পক্ষ থেকেও মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের প্রসারের জন্য শিশু পাঠ্যসহ বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক ধাপ হিসাবে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন "লিপিধারা" এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Captain Stewart), জে পিয়ারসন (J. Pearson) "বাংলা লিপি" প্রকাশ করেন।[৮] তবে শ্রীরামপুর মিশন শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কেষ্টার পদ্ধতিকে কিছু অদল বদল করে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯] কারণ ঐ পদ্ধতিতে একসঙ্গে সমস্ত শ্রেণীকে শিক্ষা দেওয়া অতি সহজ।[১০] তাই

উক্ত প্রতিষ্ঠান স্কুল বুক সোসাইটির মত "বর্ণমালা" প্রকাশ না করে সমগ্র পাঠ্য-সূচীকে কয়েকটি তালিকায় প্রকাশ করা স্থির করে। যথা—

১নং তালিকা—প্রাথমিক পাঠ।

২নং তালিকা—বিশুদ্ধ বানান পাঠ।

৩নং তালিকা—ব্যাকরণ পাঠ।

৪নং তালিকা—গণিত সংক্রান্ত পাঠ ইত্যাদি।

এইভাবে মোট দশটি তালিকায় ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা সংক্রান্ত পাঠ-দানের তালিকা উক্ত পরিকল্পনায় স্থান পায়।[১১] কিন্তু পরবর্তীকালে উক্ত পরিকল্পনার বদলে "ল্যাঙ্কেষ্টার" কর্তৃক সংশোধিত বেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে জ্ঞানদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১২] এই শেষোক্ত পরিকল্পনা অনুষায়ী সমগ্র বাংলা অক্ষর এবং উহার যুক্ত বর্ণগুলির জন্য তিনটি এবং বিভিন্ন বাক্যের গঠন অনুযায়ী (প্রথমে একটি শব্দের বাক্য থেকে শুরু করে পাঁচটি শব্দের বাক্য পর্যন্ত) সাতটি, মোট দশটি তালিকায় প্রাথমিক পাঠদানের পরিকল্পনা করা হয়। পরবর্তীকালে এর আরও পরিবর্তন করে প্রথমে বাংলা অক্ষরগুলি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুষায়ী একটি এবং পরে পাঠকদের চেনার সুবিধার জন্য আকৃতি অনুযায়ী দুইটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। বানান, ফলা, যুক্ত অক্ষর ইত্যাদি আরও চারটি তালিকায় প্রকাশ করা হয়। এইভাবে সমগ্র পাঠ্যসূচীকে মোট ১৬টি তালিকায় প্রকাশ করা হয়।[১৩]

দেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ১৮২০ সালে "জ্ঞানারুণোদয়" নামে একটি বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা।[১৪]

১৮৪০ সনে[১৫] কলকাতায় হিন্দু পাঠশালা স্থাপনের ফলে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। উক্ত পাঠশালায় কিন্তু স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালার পরিবর্তে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিশুসেবধি বর্ণমালা ১ম ও ২য় ভাগের[১৬] ব্যবহার দেখা যায়। এর কারণ কি? নিশ্চয়ই স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালা পাঠশালার কর্তৃপক্ষের কাছে মনঃপূত হয়নি। অনুরূপভাবে স্কুল বুক সোসাইটির কাছেও শিশুসেবধি বর্ণমালার বিশেষ আদর ছিল না। কারণ তৎ-কালীন সরকারী বক্তব্য অনুসারে উপযুক্ত পাঠ্য বই না থাকার জন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে জ্ঞান দান করা সম্ভব হয়নি।[১৭] ঐ অভাব পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক মিঃ ই. রেয়নকে (E. Ryan) সভাপতি করে একটি কমিটি নিযুক্ত

করা হয়। মিঃ এইচ. টি. প্রিন্সেপ (H. T. Prinsep), এফ. মিলেট (F. Millett) জে. সি. সাদারল্যাণ্ড (J. C. Sutherland) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন।[১৮] গভর্ণর জেনারেল বাংলা ভাষায় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐ কমিটিকে হিন্দু পাঠশালার ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেন।[১৯]

উক্ত উপদেশ অনুসারে ঐ কমিটি হিন্দু পাঠশালার ম্যানেজারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং উক্ত পাঠশালায় ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের মধ্য থেকে শিশু-সেবধি বর্ণমালার একখানি কপি স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক মিঃ ইয়েটসের (Yates) কাছে মতামত জানার জন্য পাঠিয়ে দেন। মিঃ ইয়েটস ঐ বই সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন:

"The spelling books contain very little, but what has been published before, and yet of that little there are two or three passages which I have marked that seem objectionable, and which have led me to conjecture that they have not been revised by a European***. The concluding chapter contains a few good remarks, subduing the passions and speaking the truth; but in the commencement of it there are some statements which agree with Hindu philosophy better than with European; such for instance as at page 47 where it is said that the skin is the originator and communicator of all feeling, and again in the same page, that organ by which we speak is a word."[২০]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রথমে ইংরেজীতে আদর্শ পাঠ্য-পুস্তক রচনা করার এবং পরে এটি অন্য ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২১]

অবশ্য সরকারীভাবে উক্ত বই প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বর্ণমালা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, গণিতাঙ্ক এবং নীতিকথা প্রথম ভাগ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২২]

১৮৪২ সনের ২০শে জুন শিক্ষাবিষয়ক কাউন্সিলের পক্ষ হতে মিঃ বেলী, (Bayley) মিঃ জে. গ্রাণ্ট (J. Grant) এবং বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে একখানি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তাঁদেরকে সহজ ও সরল ভাষায় একখানি

১০০ পৃষ্ঠার ইংরাজী পাঠমালা এবং পরবর্তীকালে তার বঙ্গানুবাদ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।[২৩]

উক্ত অনুরোধ অনুযায়ী ১৮৪২ সনের শেষ দিকে মিঃ গ্রাণ্ট এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর একখানি পাঠমালা উক্ত কাউন্সিলের কাছে জমা দেন এবং কাউন্সিল তার বাংলা এবং উর্দ্দু অনুবাদের জন্য ডঃ ইয়েটস্‌কে অনুরোধ করেন।[২৪]

ঐ একই সময়ে মিঃ বেলী হিন্দু কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং চট্টগ্রাম কলেজের সম্পাদকদের কাছে একখানি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে শিশু পাঠ্য বই যথা—বানান শিক্ষার বই, ব্যাকরণ, অভিধান, অংক এবং আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি লেখার জন্য আগ্রহশীল এবং উপযুক্ত এমন কোন ব্যক্তির নাম মনোনীত করতে অনুরোধ করা হয়।[২৫]

হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জে. সাদারল্যাণ্ড ২৮শে জুন তারিখে এক পত্র দ্বারা মাতৃভাষায় বই প্রকাশের জন্য বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ব্যানার্জির নাম প্রস্তাব করেন।

কিন্তু মাতৃভাষায় বই প্রকাশের জন্য নিযুক্ত কমিটির[২৬] কাজ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি তা মিঃ বার্ডের বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়। তিনি হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের পুরস্কার বিতরনী উৎসবে বলেন : **"The expectation entertained that the sub-committee would before this time, have succeeded in compiting vernacular class books, has been disappointed."**[২৭]

ইতিমধ্যে হিন্দুকলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিতমশায়েরা উক্ত ডিপার্টমেণ্টের "বিদ্যার্থীবর্গের বঙ্গীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি" জন্মানোর জন্য একটি প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়, "*** এই ডিপার্টমেণ্টে কতিপয় নিম্ন শ্রেণীতে কেবল বর্ণমালা ও পশ্বাবলীর পঠনা হয়। তাহাও উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক নহে এবং উপর শ্রেণীতে কোন পাঠ্য গ্রন্থ নাই, তওৎপংক্তিস্থ বালকবৃন্দের কেবল অনুবাদকরণ দ্বারা গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষা হয়, এবং ছাত্রগণের বাঙ্গালা শিক্ষার বৃদ্ধি হইল কিনা ইহা জানিবার জন্য পৃথক রেজিষ্টর নাই।

আর বাংলা ভাষার পৃথক পরীক্ষা হয় না, এবং তদর্থ উত্তম পুরস্কার দানের প্রথা নাই, বিশেষতঃ ছাত্রদিগের উচ্চশ্রেণী প্রাপনেও ভাষাজ্ঞান অনপেক্ষিত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাঙ্গা ভাষায় শিক্ষা ভালরূপে হইতেছে না*** শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তাবিত ধারায় লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ এক্ষণেও মুদ্রিত হয় নাই, অতএব যদবধি উক্ত ধারায় লিখিত পুস্তক

প্রস্তুত হইয়া তদনুসারে পাঠনার প্রথা না হয় তদবধি নিম্নলিখিত পুস্তক সকলের অধ্যাপনানুমতি হউক।

১ম শ্রেণী প্রবোধচন্দ্রিকা

২ শ্রেণী ১ ডিবিজন, জ্ঞানপ্রদীপ,

— ২ ডিং, রাজাবলী,

— ৩ ডিং, জ্ঞানচন্দ্রিকা,

৩ শ্রেণী ১ ডিং, হিতোপদেশ এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ,

— ২ ডিং, জ্ঞানার্ণব এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ,

— ৩ ডিং, বাংলার ইতিহাস,

৪ শ্রেণী ১ ডিং, মনোরঞ্জন ও বর্ণমালা নং ৩,

— ২ ডিং, নীতিকথা ২/৩ নং এবং বর্ণমালা নং ২,

— ৩ ডিং, নীতিকথা, পশ্বাবলী ও বর্ণমালা,

— ৪ ডিং, নীতিকথা, বর্ণমালা।"[২৮]

অপরদিকে ১৮৪৪ সনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রদের জন্য উক্ত সভা কর্তৃক বর্ণমালা প্রকাশিত হয়। প্রথমে এই পাঠশালা কলকাতায় স্থাপিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে বেদান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া। কিন্তু ছাত্রের অভাবে ১৭৬৪ শকে (ইং ১৮৪৩ সনে) এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৯] পরের বছর ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ বংশবটী গ্রামে উক্ত পাঠশালা পুনরায় স্থাপিত হয়।[৩০] ঐ পাঠশালার ছাত্রদের জন্য বর্ণমালা প্রকাশিত হয়।

১৮৪৪ সনে বাংলার গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রামে ১০১টি গ্রাম্য স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে ১৮৪৪ সনের ১৮ই ডিসেম্বরে বাংলা সরকারের অধস্তন সম্পাদকের পক্ষ থেকে সদর বোর্ড অব রেভিনিউর সম্পাদককে একখানি পত্রে লেখা হয়: "The Right Hon'ble the Governor of Bengal has determined to sanction the formation of village schools in the several districts of Bengal, Behar and Cuttack, in which sound and useful elementory instructions may be imparted in vernacular language."[৩১]

ঐ সমস্ত পাঠশালায় প্রথমে স্কুলের বোর্ডে বড় হরফে অযৌগিক, যৌগিক বর্ণ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে বর্ণমালা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩২]

কিন্তু মিঃ হার্ডিঞ্জের এই পরিকল্পনা যে সমস্ত কারণে কার্যকরী হয় নি, তার মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল অন্যতম।[৩৩] ১৮৪৫ সনের সরকারী বিবৃতিতেও মাতৃভাষায় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়।[৩৪]

১৮৪৭ সনে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা গভর্ণমেণ্টের উপর বাংলা, উড়িয়া এবং বার্মী ভাষায় বই প্রকাশের দায়িত্ব পড়ে।[৩৫]

১৮৪৮ সনের ভার্নাকুলার স্কুলের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে বগুড়া স্কুলে বইয়ের অভাবে অনেক ছেলে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।[৩৬]

মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ স্কুলের পাঠ্যতালিকায় অমরকোষ, প্রবোধ-চন্দ্রিকা, হিতোপদেশ, পাঠকৌমুদী ইত্যাদি বইয়ের নাম দেখা যায়।[৩৭] নাটোরের স্কুলেও বর্ণমালা, নীতিকথা এবং মনোরঞ্জন ইতিহাস পড়ান হ'ত।[৩৮]

এরপরেও বিভিন্ন বেসরকারী মহলের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত বাংলা পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে কোনও নূতন বই প্রকাশিত হয়নি। ১৮৪৮ সনে বগুড়ার পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় নিম্নলিখিত বইগুলির নাম পাওয়া যায়।—

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী :—

গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ভূগোল বৃত্তান্ত, গণিতাঙ্ক এবং সারসংগ্রহ ;

তৃতীয় শ্রেণী :—

ব্যাকরণ, ভূগোল বৃত্তান্ত এবং গণিতাঙ্ক ;

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণী :—

বর্ণমালা, শিশু সেবধি ও নীতিকথা। উক্ত পাঠশালাতেও বইয়ের অভাব অনুভূত হয়। কোনও এক পত্র প্রেরক আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে বলেন : "আমরা শুনিতে পাই উপযুক্তরূপ পুস্তকের অভাবে প্রায় সকল পাঠশালার বালকেরা অনুশীলনে সমাদরশূন্য হইতেছে, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইল, এই বগুড়ার পাঠশালার ১০/১২ জন উত্তম ছাত্র গ্রন্থ বিরহে পাঠ পরিত্যাগপূর্বক বাটী বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে সকল গ্রন্থ দুইবার করিয়া পাঠ করিল অদ্যাপি তাহার পরিবর্তন হইল না ; এ জন্য সহজেই উৎসাহের লঘুতা হইতে পারে,***"[৩৯] ১৮৫২ সনে কোন এক পত্রিকার সম্পাদক এই প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেন: "*** প্রদেশ মধ্যে গভর্ণমেণ্টের যে কয়টা পাঠশালা আছে তাহাতে

বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার শৃঙ্খলা মাত্র নাই ভাগ্যবন্ত ব্যক্তিদের ভবনে ও গ্রামের মধ্যে কেবল গুরু মহাশয়ের কর্তৃত্বে যে পাঠশালা আছে তথায় যে ভাবে যেমন শিক্ষা দান হয় গবর্ণমেণ্টের পাঠশালাতেও প্রায় তদ্রূপ শিক্ষা হয় ফলতঃ ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত কেবল বর্ণমালা, নীতিকথা ইত্যাদি দুই তিনখানি পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ হয় না। তাহাতে, ভাষায় সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধির যেমন সম্ভাবনা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।"[৪০]

অনুরূপভাবে আর একটি সম্পাদকীয়তেও বলা হয়, "হিন্দু কলেজের অন্তঃপাতি একটি মাত্র বাংলা পাঠশালা আছে তাহাতে যে সকল বালক পাঠ করে এবং যেরূপে তাহাদের শিক্ষাদান হয় তাহাতেও বিশেষ জ্ঞানজনক পুস্তকের পাঠ সেখানে কস্মিন কালেও হইবেক এমত বোধ হয় না। প্রদেশীয় গভর্নমেন্ট পাঠশালা তদপেক্ষাও জঘণ্য, সে সকল পাঠশালায় সামান্য বর্ণ পরিচয় ও যৎকিঞ্চিত্ গণিত শিক্ষা হইয়া থাকে।"[৪১]

১৮৫৪ সনে অন্য আর একটি পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়, "*** এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অধিক পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রশিকরঞ্জন, কামিনীকুমার, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি পূর্বকার যে কতিপয় পুস্তক আছে, তত্তাবৎ পয়ারাদি ছন্দে লিখিত এবং বহুলোক তন্মাত্র অবগত আছেন তন্মধ্যে অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের রচনা অতি উৎকৃষ্ট*** কিন্তু নানা কারণে ঐ পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী হইতে পারে না, যে কতিপয় পুস্তক প্রচারিত আছে তন্মধ্যে পুরুষ পরীক্ষা, প্রবোদ চন্দ্রোদয় নাটক এবং প্রবোধ চন্দ্রিকা প্রভৃতি কতিপয় পূর্বকার উত্তম পুস্তক আছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় এমত কঠিন যে বিনা উপদেশে তাহার মর্মধারণের উপায় নাই,***।"[৪২]

সংবাদ ভাস্করের মতে প্রবোধ চন্দ্রিকা বালকদের পাঠের অনুপযুক্ত। এই সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, "প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত বটে কিন্তু পণ্ডিতেরাও সকলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না, বালকেরা কি বুঝিবে,***।"[৪৩]

দেশে যখন শিশুপাঠ্যের এই অবস্থা ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় রচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে আগে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের রচনা সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের মতে

প্যারীচরণ সরকারের বৈঠকখানা ঘরের কথাবার্তার মাধ্যমে বর্ণপরিচয় লেখার সূত্রপাত হয়।[৪৪]

নবকৃষ্ণ ঘোষের মতে প্যারীচরণ সরকার বারাসতে থাকা কালে ফার্স্ট বুক ইত্যাদি রচনা করেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তে অথবা পরামর্শে বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় রচনা করেন।[৪৫]

উক্ত বক্তব্য অনুসারে মনে হয় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় লিখতে বিশেষ কোন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লেখা যেন দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। আসলে কিন্তু ঘটনাটা অত সহজ নয়। ১৮৫৫ সনে বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হলেও বিদ্যাসাগরকে তার পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই গ্রহণ করতে হয়। সেই সম্পর্কে অলোচনার আগে লেখক হিসাবে বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐ সময় লেখক হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট সুনাম ছিল, কোন এক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এ সম্পর্কে বলা হয়, "পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদিগের শিক্ষাপোযোগী হইয়াছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তৎপাঠে কোন রূপেই শিক্ষার আতিশয্য হইতে পারে না।"[৪৬]

অন্যত্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রকাশিত পুস্তকের প্রশংসা করে বলা হয়, "আধুনিক পুস্তকাদির মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিত প্রভৃতি যে কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ববিধায়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তৎপাঠে সকলেরই প্রয়াস জন্মে। শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্ত বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও চারুপাঠ নামে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে,***।"[৪৭]

সরকারী মহলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত বইয়ের প্রশংসা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শিশুদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়। এই সম্পর্কে মিঃ এইচ, রিকেটস ১৮৫৪ সালের ৯ই জুলাই বলেন: "The series of books enumerated by Pandit Ishwar Chander Sarma, seems suitable as for as it goes but elementary books of Practical application appear needed."[৪৮] বাবু রামগোপাল ঘোষও অনুরূপ বক্তব্য রাখেন।[৪৯]

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন কলকাতার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তা না হলে বর্ণপরিচয়ের ইতিহাস অন্ধকারেই থেকে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতার জন-সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং উনিশ শতকের প্রথমদিকে তা একটি আধুনিক সহর রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৫০] সেইসঙ্গে প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ কর্মী তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানেই স্থাপিত হয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা উক্ত সুযোগের সদব্যবহারের জন্য সন্তানদের কলকাতায় শিক্ষা দিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার সামাজিক পরিবেশ শিশুদের সর্বাঙ্গিন বিকাশের উপযুক্ত ছিল না। কারণ, কলকাতার কর্মীদের মধ্যে অনেকেই নানা প্রকার নেশা, বাবুগিরি ইত্যাদি দোষে দুষ্ট ছিলেন।[৫১] উক্ত পরিবেশে শিশুদের স্বভাব, রুচি ইত্যাদি সব কিছুই কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তৎকালীন প্রচলিত বাংলা ছাপা বইয়ের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কুরুচিপূর্ণ। সুতরাং ঐ সমস্ত সাহিত্যের সাহায্যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির চিন্তা ছিল অবাস্তব।[৫২]

বিদ্যাসাগর ছাত্রাবস্থায় উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং দেশবাসীর মন হ'তে কুপ্রবৃত্তিগুলি দূর করে সুপ্রবৃত্তি সৃষ্টির জন্য সুসাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তাঁর কর্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সুসাহিত্য সৃষ্টি-করা। বিদ্যাসাগর পাঠ্য জীবন শেষে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকুরী শুরু করেন। মধুসূদন তর্কলঙ্কারের মৃত্যুর পর উক্ত কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। মার্শাল (Marshall) সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগরের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা এবং রচনা নৈপুণ্যের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত মনে করে উক্ত শূন্য পদে নিয়োগ করেন।[৫২]

কর্মজীবনের শুরুতে বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে শুরু করেন। অপরদিকে তেমনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন।[৫৩] তাঁরই শিক্ষাপ্রণালীর গুণে মাত্র আড়াই বৎসর পরিশ্রম করে রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সিনিয়র বৃত্তি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৫৪] উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তা-ভাবনার আভাষ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে তৎকালীন শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করে। শুধু শিক্ষাদান প্রণালীই নয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভবিষ্যত নিয়েও তিনি চিন্তা করতেন। আগে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরই

কেবল জজ পণ্ডিত পদে নিয়োগ করা হ'ত। পরবর্তীকালে এই পদ তুলে দেওয়ার ফলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সাধারণের অনুরাগ কমে যায়। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৬ সালে ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের উক্ত বিদ্যালয়সমূহে নিয়োগ করার জন্য আদেশ দেন।[৫৫]

বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তা করেননি। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার ঘটানোই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর অসুবিধার কথা বুঝতে পারেন। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজকে উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরীক্ষাগার রূপে বেছে নেন। সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন পরিকল্পনা থেকে শুরু করে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যে আলোচনা হয় তার মধ্য দিয়ে উক্ত বক্তব্যই সুষ্ঠুভাবে ফুটে ওঠে। সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েই তিনি শিক্ষা পরিষদের কাছে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিবরণী পেশ করেন। উহাতে ব্যাকরণের ছাত্রদের প্রথমেই কঠিন পাঠ না দিয়ে সহজ বাংলা ভাষায় প্রাথমিক নিয়মকানুন এবং হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ন ও মহাভারতের সহজ গল্প সঙ্কলন শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। ছাত্রদের জ্ঞানদানের উপযোগী করে হার্সেলের (Herschel) জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা বই প্রকাশ করতে বলেন।

আগে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী পাঠের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যে কোন শ্রেণীর ছাত্ররা ইংরেজী পড়তে পারত। বিদ্যাসাগর সেই নিয়ম পরিবর্তন করতে বলেন। সংস্কৃতে কিছু জ্ঞানলাভের পর ইংরেজী শেখা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে 'অলঙ্কার' শ্রেণীই ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজী পাঠের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ ঐ শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষেই একমাত্র পাঠের জন্য বেশী সময় দেওয়া সম্ভব।

উক্ত বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন যে এই সংস্কৃত কলেজে একদিকে যেমন সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠবে, অপর দিকে তেমনি মাতৃভাষার উন্নত মানের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঐ সমস্ত সাহিত্য দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।[৫৬]

শিক্ষা পরিষদও মাতৃভাষায় পাঠদানের উপযুক্ত শিক্ষক এবং বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে জ্ঞান লাভের

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাই ১৮৫২ সালের জুলাই মাসে ইংরেজী বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৫৭]

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের (Ballantyne) পরামর্শের (সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে) উত্তরে ১৮৫৩ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার মধ্য দিয়েও উক্ত বক্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাতে বলা হয়, "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—ইহাই আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য ভার বহন করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কু-সংস্কারের কবল হইতে মুক্তি, শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরনের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যে তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে—তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"[৫৮]

১৮৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা পরিষদ ব্যালেণ্টাইনের সুপারিশ গ্রহণের জন্য বিদ্যাসাগরকে পরামর্শ দেন।[৫৯] এর প্রতিবাদে ১৮৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মৌয়েটকে (Mouat) এক পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি বলেন: "বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পারি, তারপর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যে শিক্ষা পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরাজী অথবা দেশীয় যে কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে।

আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই বৃহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।"[৩০]

অপরদিকে রাজকর্মচারীরাও বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং শিক্ষা বিষয়ে সর্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৩১] মার্শাল সাহেব সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং তাঁহার মতামত গ্রহণ না করে কোনো কাজ করতেন না। ঐ সময়ে ডঃ মৌয়েট শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ছিলেন। সময়ে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যা ও হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে জানবার প্রয়োজন হলে তিনি মার্শালকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং মার্শালও বিদ্যাসাগরের সাহায্যে ঐ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতেন। এই সূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মৌয়েট সাহেবের পরিচয় হয়।[৩২] একবার মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র পরীক্ষার জন্য এত সুন্দর প্রশ্ন করে দেন যে, বড় বড় অধ্যাপকগণও সেই সমস্ত প্রশ্নের দোষ ধরতে পারেননি।[৩৩] অনুরূপভাবে তিনি মার্শালের সাথে যুক্তভাবে ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করেন।[৩৪] উপযুক্ত বইয়ের অভাবে তাঁকে "পুরুষ পরীক্ষা", "জ্ঞানপ্রদীপ", "হিতোপদেশের" বাংলা, "অন্নদামঙ্গল" ইত্যাদি বই থেকে পরীক্ষা নিতে হয়।[৩৫] সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেও পড়াবার মত ভাল বাংলা বই ছিল না।[৩৬] সুতরাং কর্মজীবনের শুরুতেই বিদ্যাসাগরের মনে পাঠ্য বইয়ের চিন্তা স্থান পায়। মার্শালও ঐ সময়ে তাঁকে বই লেখার জন্য উৎসাহিত করেন।[৩৭] সরকারী কাজ থেকে পদত্যাগের আগে ১৮৪৮ সালের ৫ই আগষ্ট শিক্ষা পরিষদের ডাইরেক্টর ডব্লিউ গর্ডন ইয়ংকে (W. G. young) লেখা পত্র থেকেও তাঁর পাঠ্যবই প্রকাশের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়, তিনি উক্ত পত্রে লেখেন: "আমি স্থির করিয়াছি, আমার স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পুস্তক রচনা ও সংকলন দ্বারা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকিব, ***।"[৩৮] কিন্তু কর্মজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁকে শুধু সাধারণ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে আটকে না রেখে শিশুপাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং বঙ্গবিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য বইয়ের অভাব নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই চিন্তিত ছিলেন। পরবর্তীকালে পাঠ্যবইয়ের অভাব ঘোচাতে তিনি মদনমোহন তর্কলঙ্কারের সাথে সহযোগিতা করেন। কিন্তু তাতেও উক্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ ১০৫২ সালে মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণীতে যোগদানে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তির জন্য তিনি বাংলা ভাষার

পরীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬৯] কিন্তু উহার ফলও খুব নৈরাশ্যজনক হয়। ১৮৫৪ সালের জুলাই মাসে ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।[৭০] এর ফলে তৎকালীন বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাব সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। ১৮৫৫ সালে শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে হিন্দু পাঠশালার শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বলা হয়। তিনি তাঁর রিপোর্টে উক্ত পাঠশালার শিক্ষা প্রণালীর দোষ-ত্রুটি এবং পাঠ্য বই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।[৭১] ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে বর্ণপরিচয় লিখতে সাহায্য করে। ইতিপূর্বে মৌয়েট সাহেবের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুন সাহেবের পরিচয় ঘটে এবং বেথুন সাহেব কলকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর তার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।[৭২] বিদ্যালয় স্থাপনের পরই বেথুন বিদ্যাসাগরকে উক্ত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন।[৭৩]

মদন মোহন তর্কালঙ্কার এ সময়ে শিশুদের উপযোগী শিশুশিক্ষা প্রকাশ করেন। শিশু শিক্ষার প্রথম ভাগ বেথুন সাহেবকে উৎসর্গ করেন। তিনি লেখেন: "অনেকেই অবগত আছেন প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংশোধন করিবার আকারে যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।"[৭৪]

সুতরাং শিশুশিক্ষা প্রকাশের বিষয় দুই বন্ধুতে আলাপ হওয়া স্বাভাবিক। ১৯০৭-১৯০৮ সংবতের মধ্যে শিশুশিক্ষা পাঁচ ভাগে প্রকাশিত হয়। এই পাঁচ ভাগের মধ্যে প্রথম তিন ভাগ প্রকাশ করেন মদন মোহন তর্কলঙ্কার। ৪র্থ ভাগ (বোধদয়) প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চমভাগ (নীতিবোধ) প্রকাশ করেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পঞ্চম ভাগ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন তথাপি তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, "অগ্রজ তৎকাল পর্য্যন্ত হরিশচন্দ্র ভ্রাতার শোক সংবরণ করিতে পারেন না; কেবল পিতার অনুরোধে দেশে গমন করেন। দেশে অবস্থিতির সময়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা

পড়িয়া, তৎপরে কি পুস্তক অধ্যয়ন করিবে? অনন্তর রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বোধোদয় নামে একখানি পুস্তক ১২৫৭ সালে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।"[৭৫]

শিশুশিক্ষা পঞ্চম ভাগ (নীতিবোধ)-এর মুখবন্ধে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "***শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাসাগর মহাশয় পরিশ্রম করিয়া আদ্যোপ্রান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এই স্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয় এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা, কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন, তদনুসরে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।"[৭৬]

এইখানেই শেষ নয়, তিনি মি: হ্যালিডের কাছে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যে বক্তব্য রাখেন তাতেও তিনি বলেন: "The elementary works already published, and fit for adoption as class books, are the following :

1st—Shishushiksha, in 5 parts. The first three parts teach Alphabet, Spelling and Reading; the fourth is a little treatise on the Rudiments of Knowledge; the fifth, a free translation of the moral class book of Caamber's Educational course.***"[৭৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বলা চলে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশু-পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শিশুদের পাঠের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তিনি বর্ণপরিচয় রচনা করেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পাঠ করার পর বোধোদয় ও নীতিবোধ পাঠদানে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তিনি কথামালা রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন: "বালক বালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়া, বোধোদয় ও নীতিবোধ অধ্যয়ন করা কিছু কঠিন বোধ হইবে, একারণে অগ্রজ মহাশয় শিশুগণের সুবিধার জন্য ইংরেজী

ঈশপ রচিত গল্পের সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া সন ১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে কথামালা নাম দিয়া এক পুস্তক প্রচার করিলেন।"[৭৮]

পরবর্তীকালে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শিক্ষা করার পর শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগ শিক্ষা করার কথা বোধ হয় তিনি উপলব্ধি করেন। তাই সরকারী খরচে শিশুপাঠ্য পুস্তক ছাপান নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ হয় তাতে তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সাথে শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগের উল্লেখ করেন।[৭৯]

শুধু এখানেই তিনি শেষ করেন নি। মদন মোহন তর্কলঙ্কারের মৃত্যুর পর শিশু শিক্ষারও তিনি সংশোধন করেন। ১৮০৬ শকাব্দে (ইং ১৮৮৪) তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে তিনি লেখেন, "শিশু শিক্ষার তৃতীয় ভাগ, সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইল। অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের বোধ সৌকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ধিত, কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বালক-বালিকাদিগের পক্ষে, অর্থবোধ প্রভৃতি বিষয়ে, পূর্ব অপেক্ষা অনেক অংশে, সুবিধা হইবেক, তাহার সংশয় নাই।"[৮০]

এই হ'ল বর্ণপরিচয় রচনার ইতিহাস। তিনি কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। অর্থাৎ বর্ণপরিচয় পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব তিনি অনুভব করেন এবং সেই অভাব মেটানোর জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত-ভাবে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদয়চরণ আঢ্য যে বক্তৃতা দেন তাতে তৎকালের গুরুমহাশয়দের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে এক সুন্দর তথ্য পাওয়া যায়।[৮১] হিন্দু পাঠশালার শিক্ষাদানের পদ্ধতির সমালোচনা করে ১৮৪৩ সনের কোন এক পত্রিকায় বলা হয়, "ছাত্র-গণের বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কোন অনুসন্ধান নাই, আর বর্তমান পাঠের রীতি ভাল কি মন্দ ও তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে কিনা এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বালকদের পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন করা কর্তব্য কি অকর্তব্য এই সকল বিষয়ে কাহারো কিছু মনোযোগ নাই এবং শিক্ষকেরা স্ব স্ব কর্মে পারগ কিনা তাহারও অনুসন্ধান কেহ করেন না।"***[৮২]

লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে শিক্ষকদের অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে সমাচার চন্দ্রিকায় বলা হয়ঃ "এই সকল শিক্ষকেরা কেবল শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা এবং অঙ্ক শিক্ষা করাইবেন। ইহাতে ইংরাজীর কোন সম্পর্ক থাকিবেক

না। ইহার অভিপ্রায়ে দেশভাষা চলনার্থে যে আইন হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে চলে না যেহেতু সে সকল ভাষা লিখন-পঠনে প্রাচীন কর্মকারকেরা অপটু।***"[৮৩]

পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকরও শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন, "***বিদ্যালয়ে যেরূপ নিযুক্ত করিবেন তাহা পাঠক বর্গই বুঝিবেন। এই বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না, আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে।***"[৮৪]

রামচন্দ্র মিত্র শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেন,: "***the Government Vernacular Pathshalas, established in different parts of the country have signally failed, the cause of which (so for as I have been able to ascertain) seems to be that they are conducted by persons who are totally unqualified either to impart instruction or to make it interesting or useful."[৮৫]

শিক্ষক শিক্ষণের কাজ সর্বপ্রথম মিশনারী প্রতিষ্ঠানেই শুরু হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ মে শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য চুঁচড়ায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন 'সদার পোড়োর' শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকেরা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যেতেন।[৮৬] ঐ সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকেও শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।[৮৭] উক্ত নরম্যাল স্কুলে গ্রামবাসীদের মনোমত কোন বক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই ব্যবস্থায় উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন গ্রামের গ্রামবাসীগণ গ্রামস্থ বিদ্যালয়েরর জন্য শিক্ষক মনোনীত করে শিক্ষকতায় পারদর্শী করার জন্য শ্রীরামপুর পাঠান। এর ফলে ঐ অঞ্চলে উনিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৮৮] কলকাতার শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৮৯] কালক্রমে সরকারের অর্থনৈতিক অনুদান কমে যাওয়ায় এবং ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হওয়ায় ঐ সমিতির কার্যকলাপও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।[৯০]

১৮৪৭ সালের আগে সরকারের তরফ থেকে শিক্ষক-শিক্ষণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঐ বছর ইংরাজি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় সেই সময়ে 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে'র শিক্ষকদের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপনের দাবী করে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি তুলে ধরা হয় :

(ক) যেহেতু মাতৃভাষায় বই লেখার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব নেই, সেই হেতু বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেব জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপন বেশী প্রয়োজনীয়।[২১]

(খ) উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের উপর উক্ত নরম্যাল স্কুলের দায়িত্ব দিলে শিক্ষকশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশীয় গ্রন্থাগারও স্থাপিত হবে।[২২]

(গ) ছাত্রদের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান দানের জন্য হার্ডিঞ্জ ১০১টি বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন কিন্তু তৎকালে ঐ কাজের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় উহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। সুতরাং সরকার যদি সেই অভাবটুকু বুঝতে অক্ষম হন অথবা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপনে অনিচ্ছুক হন তা হলে উক্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।[২৩]

উক্ত পত্রিকার পক্ষ থেকে এত জোরাল বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।[২৪]

বিদ্যাসাগরও পাঠশালার গুরুমহাশয়দের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণা করেন নি। হ্যালিডের কাছে লেখা পত্রে তিনি মন্তব্য করেন : "The Pathshalas or indigenous schools under Gooroomohashoyas, such as they are now, are very worthless Institutions. Being in the hands of teachers, generally incompetent for the task they undertake, these schools require much improvement."[২৫]

পরবর্তীকালে তিনি নিউ মডেল ভার্ণাকুলার স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক পরীক্ষা নেন। উক্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা ভাল ফল প্রদর্শন না করায় তিনি শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার কাছে নরম্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁহার আবেদন অনুষায়ী ১৮৫৫ সনের ৬ই জুলাই একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।[২৬]

তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গের স্কুলসমূহের পরিদর্শক মিঃ প্রাট ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।[২৭]

বিদ্যাসাগর নরম্যাল স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষক তৈরীর প্রয়োজন অনুভব করলেও, পাঠশালার গুরুমহাশয়দেরও পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হ্যালিডের কাছে লিখিত পত্রে তিনি বলেন : "It will be the duty of the Superintendents to inspect these schools and give the teachers as much instruction as they can as to the mode of teaching."[২৮]

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরকেই তিনি শিক্ষকতার উপযুক্ত বলে মনে করেন। কারণ তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষায় ভাল জ্ঞান ছিল না। রাজনারায়ণ বসুও উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি বলেন "যখন আমরা কলেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাংলা ভাষার কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সেই সময়কার ছাত্রদের পক্ষে বাংলা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল।"[৯৯]

শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সুবিধার্থে তিনি বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণ যোজনার নির্দেশিকাও লিপিবদ্ধ করেন। যথা :

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

আকার যোগ

ক আ কা। ম আ মা

ই-কার যোগ

ক ই কি। ব ই বি

ঈ-কার যোগ

ক ঈ কী। ত ঈ তী

উ-কার যোগ

ক উ কু। স উ সু

ঊ-কার যোগ

ক ঊ কূ। দ ঊ দূ

* * *

র উ রূ। হ ঋ হৃ[১০০]

দ্বিতীয় ভাগ

য-ফলা—য ্য

ক য ক্য * * * হ য হ্য

র-ফলা—র

ক র ক্র *** হ র হ্র

ল-ফলা—ল ্ল

ক ল ক্ল *** হ ল হ্ল

ব-ফলা—ব ্ব

ক ব ক্ব *** হ ব হ্ব

ণ-ফলা—ণ ্ণ

গ ণ গ্ণ *** হ ণ হ্ণ

* * *

মিশ্র সংযোগ দুই অক্ষরে

ক ক ক্ক *** স ক স্ক

মিশ্র সংযোগ তিন অক্ষরে

ক ষ ণ ক্ষ্ণ *** স ত র স্ত্র।[১০১]

বর্ণ পরিচয়ের বর্ণ যোজনা, পাঠ্যসূচী ইত্যাদি নির্ধারণেও বিদ্যাসাগরকে পরিকল্পনা করতে হয়। তৎকালীন ইংলণ্ডের শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলনই তাঁকে উক্ত বিষয়ে সহায়তা করে।

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, "শিশুকেন্দ্রিক" শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা তখনও সুরু হয় নি। শিক্ষাই ছিল কেন্দ্র বিন্দু এবং শিশুকে এর দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল শিক্ষাবিদের প্রধান উদ্দেশ্য। তৎকালীন ইংলণ্ডের

শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এডগেওয়ার্থ (Edgeworth), বেন্থাম (Bentham), জেমস মিল (James Mill), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) ইত্যাদি ছিলেন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এডগেওয়ার্থ অল্প বয়সের শিশুদের জোর করে পড়াশুনা করানোর বিরোধিতা করেন। কারণ এর ফলে বইয়ের প্রতি শিশুদের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।[১০২] তবে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াও তিনি সমর্থন করেন নি। কারণ বিনা পরিশ্রমে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।[১০৩] লকের মত এডগেওয়ার্থ ও সু-অভ্যাস ও চরিত্র গঠনকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন।[১০৪] ঐ সময়ে ইংলণ্ডে স্কুলের ছাত্রদের ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষা দেওয়া হত। এডগেওয়ার্থ উহারও সমালোচনা করেন। আট অথবা নয় বছরের ছাত্রদের ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১০৫] বেন্থামও নৈতিক ও বুদ্ধির উন্মেষের জন্য দরিদ্রদের শিক্ষাদানের কথা বলেন।[১০৬] বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান নিয়ে তৎকালীন ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কেস্টার এবং বেলের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। বেল ছিলেন চার্চের প্রধান ভক্ত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত টোরীদের সমর্থন পুষ্ট। অপরদিকে ল্যাঙ্কেস্টার ছিলেন কোয়েকার চিন্তাধারার সমর্থক। তিনি বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কহীন ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বভাবতই জেমস মিল উক্ত বিরোধে ল্যাঙ্কোস্টারের পক্ষ অবলম্বন করেন।[১০৭] হার্বার্ট স্পেন্সারও শিশুদের প্রথমে সোজা থেকে কঠিন এবং পরে বাস্তব থেকে দুর্বোধ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে বলেন। আত্মিক উন্নতির জন্য উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।[১০৮] মিঃ জে. উইলিয়ামও (J. William) শিশুদের বোধগম্য হওয়ার জন্য সহজ ও সরল ভাষায় পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিশুদের কাছে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এমন সমস্ত বিষয় বস্তু নিয়ে পাঠ্যতালিকা রচনার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।[১০৯]

বিদ্যাসাগর ও শিশুদের পক্ষে বুঝতে সহজ হয় এমন সমস্ত বিষয় বস্তু নিয়ে বর্ণপরিচয় রচনা করেন। প্রথমভাগে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে, পশু, পাখী, ফল ইত্যাদির নাম এবং তারপর ক্রমে ক্রমে দুই অক্ষরের শব্দ হতে শুরু করে তিন, চার অক্ষরের শব্দের ব্যবহার করা হয়। পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তুগুলি প্রথম দিকে দুইটি শব্দ এবং শেষের দিকে দুইয়ের অধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়। দ্বিতীয়ভাগে ফলা রেফ

ইত্যাদির ব্যবহারে সংযুক্ত বর্ণের কঠিন শব্দগুলির আলোচনা করা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের উপযোগী করে সহজ পাঠ দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগর নিজেও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি দ্বিতীয় ভাগের কঠিন শব্দগুলির অর্থ শেখাতে বারণ করেন। তিনি বলেন, "সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু-শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।"

"ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্ত জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে।"[১১০]

বর্ণপরিচয়ের বর্ণবিন্যাস এবং শব্দ নির্বাচনের প্রশংসা করে তৎকালীন সমালোচনাতে বলা হয়, "এই শিশু পাঠ্য রচনাতে বর্ণযোজনা ও শব্দ নির্বাচনে তিনি যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় স্বনামখ্যাত বান্ধব সম্পাদক ও প্রভাত চিন্তা প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ভিন্ন অপর কেহই তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও কয়েকখানি অতি সুন্দর ও সচিত্র শিশু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া শিশুদিগের শিক্ষার বিবিধ সুবিধা সাধন করিয়াছে, তথাপি বর্ণবিন্যাস ও শব্দ সংস্থাপনে আমাদের বিবেচনায় অনুপ্রাস থাকিলে কোমলমতি বালকগণের শিক্ষার সুবিধা হয় এবং ইহাই কতকটা বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া গৃহীত।"[১১১]

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের অনেকেই শিক্ষার সার্থে ধর্মীয় মতবাদের যোগসাধনের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের বদলে সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে জর্জ কুম্বে (George Combe) বলেন:

"The cause of national education has been greatly impeded by contentions regarding the teaching of religion doctrines in schools***. I have endeavoured to shew that the world both moral and physical, is governed by natural laws, instituted by the Creator to serve as guides to human conduct, and that the great aim of secular education should be to communicate a

knowledge of these laws, and of the mode in which they are administered, and to train the young to yield obedience to them in their actions."[১১২]

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও আলোচনা করেননি, তবে শিশু শিক্ষা চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ বোধদয়ে তিনি ঐ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর সকল পদার্থেরই সৃষ্টি কর্তা, তিনি প্রথমে চেতন, অবচেতন, উদ্ভিদ, সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল তাহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্তা কহে।

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়না কিন্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান ; এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় জীবজন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমাদের কর্তব্য।"[১১৩]

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ পাঠে গোপাল ও রাখালের গল্প নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন : "বিদ্যাসাগর তাহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামে একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ মায়ে যা বলে, সে তাহাই করে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোন কোন অংশে রাখালের সঙ্গেই তাহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন***।"

"নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙ্গালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভাল চাকুরি বাকুরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।"[১১৪]

উপরোক্ত মন্তব্য শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একার নয়। আধুনিক কালে অনেকেই উক্ত মত প্রকাশ করেন। আসলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীতিশিক্ষার

জন্য উক্ত গল্প দুইটি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের সঙ্গে যোগ করে দেন। এই প্রসঙ্গে মিঃ উইলিয়ামের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

মিঃ জে. উইলিয়াম নীতি শিক্ষা সম্পর্কে বলেন : "Let the children be taught, by examples drawn rather from real life, the natural consequences of vice and virtue; let them be made aware of the evils and shame, sufferings and remorse, which the former brings after it, of all that is noble and great in the latter and of the advantages, and the pure and inward joys it afterwards.*** But let them be afterwards made to hate vice for itself, as unworthy of a rational being, disgracing and degrading to man, and to love virtue for its own sake, on account of its inherent dignity and beauty."[১১৫]

তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে গোপালের আদর্শে সমস্ত শিশুদিগকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, তিনি তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সন্তানদের সু-অভ্যাস ও চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষাব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সাধারণের পক্ষে সেই শিক্ষালাভ করা ছিল এক দুর্লভ বস্তু। তদুপরি তৎকালীন কলিকাতার তথাকথিত বাবুদের অনুকরণ করে যদি বাঙ্গালী সন্তানেরা চলতে থাকে তা'হলে শুধু অভিভাবকদের পক্ষেই নয়, সমগ্র জাতির পক্ষে ছিল দুঃখের বিষয়। তাই বিদ্যাসাগর গোপালের আদর্শেই সমগ্র বাঙ্গালী সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তিনি রাখাল, মাধব, নবীন ইত্যাদি গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন বালকদের কর্তব্য সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দেন। এর উদ্দেশ্য হ'ল জীবনে উন্নতি করতে হলে সু-অভ্যাস ও চরিত্র গঠনের একান্ত প্রয়োজন। এডগেওয়ার্থের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে বিনা পরিশ্রমে জ্ঞান লাভ করা যায় না।

বর্ণপরিচয়ে দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে শিশুদের উপদেশ দেন, "শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।" কারণ তাঁকেও বাল্যকালে শিক্ষার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আরও অনেক শিশুপাঠ্য তিনি এইরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে চরিতাবলীর কথা উল্লেখ

করা যায়। তিনি চরিতাবলীতে এমন সমস্ত চরিত্রের উল্লেখ করেন, যারা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। দরিদ্র বালকদিগকে লেখা-পড়ায় উৎসাহ দান করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, "সন ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয় চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহাতে অতি সরল ভাষায় ডুবাল, উইলিয়াম রস্কো, হীন, জিরমষ্টোন, প্রভৃতি ইউরোপীয় মহানুভবদিগের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় শিশুগণের লেখা-পড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে; যেহেতু উপরোক্ত মহাত্মারা প্রায় সকলেই দরিদ্র সন্তান। সকলেই নানারূপ ক্লেশ পাইয়া নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র বালকগণকে লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহন্বিত করিয়া দিবার মানসে আগ্রহপূর্বক পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।"[১১৬]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষত্ব বিশ্লেষণের জন্য নীচে কিছু আলোচনা করা হয়।

সে সময়ে বাংলা অক্ষরে ষোলটি স্বর ও চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। বিদ্যা-সাগরই সর্বপ্রথম এটি সহজ করার চেষ্টা করেন। প্রয়োজন বোধে তিনি কোথাও অক্ষর সংখ্যা কমিয়ে, কোথাও বা বাড়িয়ে দেন।

(ক) বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ৠ-কার ও দীর্ঘ ৯ কারের প্রয়োগ না থাকায় স্বরবর্ণ থেকে তা বাদ দেন।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের জন্য নতুন করে স্থান নির্দেশ করেন।

(গ) চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

(ঘ) আকার ও উচ্চারণ অনুসারে ড়, ঢ়, ও য় কে ড, ঢ, য-থেকে পৃথক বর্ণ বলেন।

(ঙ) ক ও ষ মিলে 'ক্ষ' হওয়ায় এটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ দেন।[১১৭]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় যে কত জনপ্রিয় ছিল, বাৎসরিক সংস্করণ এবং মুদ্রণ সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখলে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

১৮৫৫-১৮৯০ সন পর্যন্ত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের ১৫২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম ৯টি সংস্করণে ৫৮,০০০টি কপি বিক্রয় হয়। নবম সংস্করণে দশ হাজার কপি এবং দশম সংস্করণে পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত হয়।[১১৮] ১৮৬২-

সনের মধ্যে ৩টি সংস্করণে ৮০,০৫০ কপি মুদ্রিত হয়।[১১৯] ১৮৬৭-৯০ সন পর্যন্ত ২৮-১৫২টি সংস্করণে) প্রায় ৩৩,৬০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১,৪০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়।

উক্ত সময়ে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের ১৪০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথমে ছয়টি সংস্করণে প্রায় ৩৩,০০০ কপি বিক্রয় হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার কপি মুদ্রিত হয়।[১২০] ১৮৬২-১৮৬৪ সনের মধ্যে তিনটি সংস্করণে ৩৯,৫৬৫ কপি মুদ্রিত হয়।[১২১] ১৮৬৮-১৮৯০ সন পর্যন্ত (২৭-১৪০টি সংস্করণে) প্রায় ১৫,৯০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় প্রকাশিত কোন বই সংস্করণে এবং মুদ্রণে এত সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষভাগে অনেক শিশুপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাল্যশিক্ষা বাদে অন্য কোন বই বর্ণপরিচয়ের মতো বহুল পরিমাণে মুদ্রিত এবং সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমভাগে যে সমস্ত শিশুপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালা, হিন্দু পাঠশালার ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত শিশুসেবধি বর্ণমালা, কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালার প্রথম ৭টি সংস্করণে ৩১,০০০ কপি এবং ৮ম সংস্করণে ১০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়।[১২২] ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার বইয়ের তালিকায় উক্ত বর্ণমালার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত কপি থেকে দেখা যায় যে, ৯ম সংস্করণে ৫,০০০ কপি মুদ্রিত হয়।

১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৪৪) তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক বর্ণমালা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার বইয়ের তালিকায় এর মুদ্রিত কপির সংখ্যার উল্লেখ নেই।[১২৩]

ঐ সময়ে আরো যে সমস্ত শিশুপাঠ্য প্রকাশিত হয় তাহার নামও মুদ্রিত কপির সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

বইয়ের নাম	প্রকাশকের নাম	মুদ্রিত কপির সংখ্যা
বর্ণমালা	চৈতন্য চন্দ্রোদয় প্রেস	১,০০০[১২৪]
শিশুবোধ—রামচন্দ্র মিত্র	জ্ঞানোদয় প্রেস	৬,০০০[১২৫]
শিশুবোধক	কমলাশন প্রেস	১৫,০০[১২৬]

শিশুবোধক	কমলালয় প্রেস	৯,০০০[১২৭]
বর্ণমালা	কমলাশন প্রেস	১,০০০[১২৮]
বর্ণমালা	সদানিধি প্রেস	২,০০০[১২৯]
শিশুবোধক—চাণক্য পণ্ডিত	সুধাসিন্ধু প্রেস	১,৫০০[১৩০]
শিশুবোধক—শুভঙ্কর পণ্ডিত	বিদ্যারত্ন প্রেস	১০,০০০[১৩১]
শিশুবোধক—চনক	নিস্তারিণী প্রেস	২,০০০[১৩২]
শিশুবোধ—ভারতচন্দ্র	লক্ষ্মীবিলাস প্রেস	৩,০০০[১৩৩]

শেষোক্ত বই দুইটি প্রাচীন দেশীয় পাঠশালার জন্য লিখিত। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম অর্ধে জয়ন্ত কুমার চ্যাটার্জীর খোকার বই, ইমাদুল হক চৌধুরীর নব প্রাথমিক পাঠ, নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জীর শিশুরঞ্জন, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নূতন পাঠ, ই, মার্স'ডেনের পাঠমালা, শরৎকুমারী দেবীর শৈশব শিক্ষা, সরোজরঞ্জন ব্যানার্জীর পাঠকুসুম, আবুনাশের চৌধুরী ও জগৎচন্দ্র সেনের প্রাইমারী পাঠ, চারুচন্দ্র গুহর শিশুবোধ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের হামাগুড়ি, যতীন্দ্র মোহন চ্যাটার্জীর হাতে খড়ি, নৃসিংহ চন্দ্র মুখার্জীর শিশুপাঠ, আশুতোষ চৌধুরীর বর্ণ ও বানান শিক্ষা, হরকান্ত গাঙ্গুলীর বালবোধ, হরনাথ ঘোষের পাঠশালার সাহিত্য, রামদয়াল চ্যাটার্জীর সচিত্র অক্ষর পরিচয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুসাথী, আশুতোষ ধরের শিশুতোষ, ক্ষিতীশ প্রসাদ চ্যাটার্জীর লেখাপড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ, উপেন্দ্রনাথ দাসের নীতিসুধা (পরবর্তীকালে নবনীতি সুধা), অনাথ নাথ বসুর ছোটদের পড়া ইত্যাদি নানা নামে শিশু পাঠ্য প্রকাশিত হলেও সংস্করণ এবং মুদ্রনের সংখ্যার দিক থেকে বর্ণপরিচয়ের সমকক্ষতা কেহই দাবী করতে পারেনি।

বর্ণপরিচয়ের নাম অনুসরণ করে ঐ সময়ে বেশ কিছু শিশু পাঠ্য বইও প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে রামানন্দ চাটার্জীর সচিত্র বর্ণপরিচয়, যতীন্দ্রনাথ ঘোষের সরল বর্ণপরিচয়, অক্ষয় কুমার দের বর্ণপরিচয়, সূর্য্যকুমার ধরের নব বর্ণপরিচয়, অম্বীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বর্ণপরিচয়, বেণীমাধবশীলের সচিত্র বর্ণপরিচয় এবং সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপি ও সরল বর্ণপরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাম অনুকরণ করেও এর মধ্যে কোন শিশুপাঠ্যই মূল বর্ণপরিচয়ের সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

এই জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে উনিশ শতকের শেষ তিন

দশকের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৮১ সনে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৩,৪০০ তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭,৬০,৮৮৬ জন।[১৩৪] ১৮৯১ সনে তা বৃদ্ধি পায়। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং ছাত্রসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৪৭,৫৩৪ এবং ১০,৭০,৭৪৮।[১৩৫] এর সঙ্গে তাল রেখে বর্ণপরিচয়ের চাহিদা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহা নিম্নের তথ্য থেকে বুঝতে পারা যায়। অবশ্য বিদ্যাসাগরও পাঠশালায় ছাপান বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন: "It will also form part of the duty of the Superintendents to watch opportunities to introduce as far as practicable, the class-books above mentioned."[১৩৬]

পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই পাঠশালাসমূহে ছাপান বইয়ের প্রচলন করা সম্ভবপর হয়।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ

বৎসর	সংস্করণ	মুদ্রণ-সংখ্যা
১৮৬৭—৭২	২৮—৪৫	৫,৪০,০০০
১৮৭৩—৭৮	৪৬—৭৮	৬,৬০,০০০
১৮৭৯—৮৪	৭৯—১২৭	৯,৬০,০০০
১৮৮৫—৯০	১২৮—১৫২	১২,০০,০০০
		মোট—৩৩,৬০,০০০

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ

বৎসর	সংস্করণ	মুদ্রণ-সংখ্যা
১৮৬৭—৭২	২৭—৪৫	১,৯০,০০০
১৮৭৩—৭৮	৪৬—৭৮	৩,১০,০০০
১৮৭৯—৮৪	৭৯—১২০	৫,৩০,০০০
১৮৮৫—৯০	১২১—১৪০	৫,৬০,০০০
		মোট—১৫,৯০,০০০[১৩৭]

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের ১৫২টি সংস্করণ এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৪০টি সংস্করণের মধ্যে সবকয়টি সংস্করণ একসাথে খুঁজে পাওয়া দুঃষ্কর। যদি ঐ সমস্ত সংস্করণ খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে

গবেষকদের পক্ষে বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তাধারার এক সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব হ'ত। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় সবকয়টি সংস্করণ একইভাবে নিশ্চয়ই প্রকাশ করেন নি। বিভিন্ন সংস্করণে নিশ্চয় তিনি কিছু পরিবর্তন করেন। ঐ সমস্ত পরিবর্তন থেকে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া সম্ভব হ'ত। যেমন ষষ্ঠতম সংস্করণের বর্ণপরিচয়ে তিনি উচ্চারণ তত্ত্বের বিষয় কিছু নির্দেশ দিয়ে বলেন, "প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেইরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দে অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—কর, খল, ঘট, পথ, রস, বন ইত্যাদি; অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণের অনুসরণ না করিয়া তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয় উহাদের পার্শ্বদেশে• এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় ত কারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড ত কার। ঈষৎ, জগৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড ত কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড ত কারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষ ভাগে ত কারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।"[১৩৮]

বিশশতকের প্রথম দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও ছাত্রসংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮,৪৮৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১,৪৪,১৭৬ জন।[১৩৯] ১৯২৩ সনের প্রথম দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে বিদ্যালয় এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭, ৬৮৮ এবং ১৪, ৩৫, ৯০১।[১৪০]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সকলে ছাপা বই পড়ত না। ১৯১১ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ৬,৭২,৪৯৬[১৪১] জন ছাপা বই পড়ত এবং ৪,৪৩,৫০২ জন ছাপা বই পড়ত না। এর একটি মাত্র কারণ হতে পারে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাপা বই পড়বার ব্যবস্থা ছিল। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছাপা বই সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাপা বইয়ের মোটেই ব্যবহার ছিল না। কেবলমাত্র শ্রুতিলিখন ও মৌখিক পাঠের মাধ্যমেই ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত।

যাই হোক্ ১৯২১ সনে যখন ৬,৯১,২০৫ জন ছাত্র ছাপা বই পড়ত তখন কিন্তু কোন শিশু পাঠ্যই বর্ণপরিচয়ের মতো বছরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার কপি ছাপান হয় নি। ১৯২২ সনের হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ ছাপা বই পাঁচ হাজারের কম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। কেবলমাত্র অনাথ রায়ের সুনীতি পাঠ প্রথম পাঠ (ষষ্ঠ সংস্করণ), গোলাম কবীর আহমদের সচিত্র বর্ণমালা (তৃতীয় সংস্করণ) রাসবিহারী মুখটির আদর্শ বাল্য-শিক্ষা, মহম্মদ আব্দুর রজকের মক্তব বাল্যশিক্ষা, ইমদাদ আলীর বালকনূর বা বাল্যশিক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ইত্যাদি কয়েকখানি বইয়ের পাঁচ হাজার করিয়া কপি মুদ্রিত হয়। ঐ সময়ে রামসুন্দর বসুর বাল্যশিক্ষার (দ্বিতীয় সংস্করণ) দশহাজার কপি এবং জলধর সেনের বাংলা প্রথমপাঠ ৫০,০০০ কপি[১৪৩] মুদ্রিত হয়। ইহার একমাত্র কারণ বর্ণপরিচয়ের জনপ্রিয়তার কাছে এই সমস্ত বইয়ের জনপ্রিয়তা খুবই নগণ্য ছিল।

সূত্র

১। Selection from the Records of Bengal Government 1855, No 22., পৃঃ ৪২-৪৩

২। Second Report of the Calcutta School Book Socicty, 1819. পৃঃ ৭১

৩। 1st Report of the Calcutta School Book Socicty. 1818,

৪। তদেব।

৫ক। বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৫০ শক, ২২ কল্প, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৮)। [এদেশীয়রা প্রথমদিকে মুদ্রিত বইকে ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। কারণ তারা মুদ্রিত বইকে জাত নষ্ট করার ফাঁদ বলে মনে করত।]

৫খ। পরবর্তীকালে দেশীয় প্রথায় পাঠদানের জন্যও বই প্রকাশিত হয়। (Sel. from the Records of Bengal Govt. 1855, No, 23., p. 31.) ঐ সময়ে দেশীয় পাঠশালার জন্য শিশুবোধ প্রকাশিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় এর

বেশ আদর ছিল। এই প্রসঙ্গে রেভ: লঙ্ বলেন, "The Shishubodh, however still hold its ground in the village schools with its absurdities and obscenities and we have little hope of supplanting it till we can bring out a cheap Primer of 50 pages selling for one anna—The existing school books are 200 percent higher than what the masses can afford.")

[Ref: Returns relating to Publication in the Bengali language *** by J. Long. Calcutta, 1859, p. XXV]

উক্ত বই থেকে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রেভ: লঙ্ উহার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলেন, "It contains an alphabet; a treatise on arithmatic and mensuration, with all the rules in poetical language; directions for letter-writing; an invocation of the Ganges; some mythological tales; and what are called the Chanakya Slokes, or golden verses, 108 in number, both in Sanscrit and Bengali; the whole comprised in fifty-four pages. This little book is more extensively used in the indigenous village schools of Bengal than any other. The treatise on arithmetic which it contains, is really not bad: and in all probability it is to it that the marvellous readiness in reckoning, possessed by so many Bengalis, may be ascribed. The Sanscrit slokes are the same which are in almost everybody's mouth, and for the extensive diffusion of which it has often been thought so difficult to account," [Ref: Popular literature of Bengal, by J. Long. In the Calcutta Review, 1850, Vol. 13, পৃ: ২৫৯]

৬। তদেব পৃ: ৪৩।

৭। On the importance of cutlivating the vernacular language by Woodoy Chandra Addya. (In selection of discourses delivered at the meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge—V-I, Calcutta—1840, পৃ: ২২)

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ণপরিচয়—শ্রীদীপেন চট্টোপাধ্যায় (শতবর্ষ স্মরনিকা, বিদ্যাসাগর কলেজ: ১৮৭২—১৯৭২। কলিকাতা, ১৯৭২। পৃঃ ২৯২।)

৯। Hints relative to Native Schools—Serampore, 1816. পৃঃ ২০।

১০। Ibid, পৃঃ ২১।

১১। Ibid, পৃঃ ২৬।

১২। Ibid, পৃঃ ৮৪।

১৩। First report of the Institution for encouragement of Native Schools in India. Serampore, 1817, পৃঃ ২০।

১৪। বাংলা সাহিত্যে বর্ণপরিচয়—শ্রীদীপেন চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ২৯২।

১৫। General Report on public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, 1840-42. পৃঃ ৭২ (উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, "The pathshala was opened and came into operation at the close of 1839—40, and promised at the close of the year 1840.")

১৬। তদেব, Appendix—VI, পৃঃ XXXVI।

১৭। তদেব, 1845—46, পৃঃ ২।

১৮। তদেব, 1840—42, Appendix No. VI, পৃঃ II।

১৯। তদেব, পৃঃ XXXV।

২০। তদেব, পৃঃ XXXIX—XL।

২১। তদেব, পৃঃ ৩২।

২২। তদেব, পৃঃ ৩৩।

২৩। তদেব, 1842-43, পৃঃ ২২।

২৪। তদেব, পৃঃ ২৮।

২৫। তদেব, পৃঃ ২৩।

২৬। তদেব, পৃঃ ২৫।

২৭। তদেব, 1843—44, পৃঃ ৩৮।

২৮। The Bengal spectator, 1843, 1st August.

২৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬-শক, ১লা জৈষ্ঠ। পৃঃ ৭৩—৮৪।

৩০। তদেব, ১৭৬৫ শক, ১লা আশ্বিন। পৃঃ ১১।

৩১। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1844—45. Appendix No. 2, পৃঃ CLXIX।

৩২। তদেব, পৃঃ CLXXVIII।

৩৩। Correspondence relating to Vernacular education in the Lower provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal govt. No. 22, 1855) এখানে একাধিক বক্তা পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেন।

৩৪। General Report on the Public Instruction in the Lower Provinces of Bengal Presidency for 1845—46, পৃঃ ২।

৩৫। তদেব, ১৮৪৭—৪৮, পৃঃ ৩।

৩৬। তদেব, ১৮৪৮—৪৯, পৃঃ ৩৩২।

৩৭। তদেব।

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩৩৩।

৩৯। প্রেরিত পত্র (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৮, ২৪ জুলাই)।

৪০। সম্পাদকীয় (সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়, ১৮৫২, ২৬শে জুন)।

৪১। তদেব, ১৮৫২, ১৪ জুলাই।

৪২। সম্পাদকীয় (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৪, ২৯ নভেম্বর)।

৪৩। বিবিধ সমাচার (সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৯, ৯ জানুয়ারী)

৪৪। চণ্ডীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৬৭৯।

৪৫। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরন সরকার, কলিকাতা ১৯০২, পৃঃ ৮৩-৮৪।

৪৬। সম্পাদকীয় (সংবাদ প্রভাকর। ১৮৫৪, ১৫ই সেপ্টেম্বর)।

৪৭। তদেব, ১৮৫৪, ২৯শে নভেম্বর।

৪৮। Correspondence relating to Vernacular education in the Lowar Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Government, 1855, No. 22, পৃঃ ৫০)।

৪৯। তদেব, পৃঃ ৫৩।

৫০। Calautta ; a study in urban growth dynamics by Murari Ghosh and others. Calcutta, 1972, পৃঃ ৫২-৫৩।

৫১। (ক) সেকাল আর একাল—শ্রীরাজনারায়ণ বসু। কলিকাতা শকাব্দ, ১৯৭৬, পৃঃ ৪০-৪১। ["ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতি স্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিলে লোকসমাজের কত মঙ্গল সাধন হইত।"]

(খ) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ৫১-৫২। ["কলিকাতাতে যাঁহারা বিষয় কর্ম করিতেন, তাঁহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের আশ্রয় না হয় দুই দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতি ও উপার্জনশীল হইলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অনেকেই একে একে আসিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন।*** অধিকাংশস্থলেই পাকাদি কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণই পালা করিয়া রন্ধনাদি করিতেন। তাহা লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কার্য্য অপরে করিতে চাহিত না। আপনাদের মধ্যে কোনও অল্প বয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাড়নাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এই সকল কলিকাতা—প্রবাসী নিষ্কর্মা লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে সে সময়ে উপার্জক কলিকাতা প্রবাসীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক দেখা যাইত যাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবার চরিত্র-স্খলন জনিত কুৎসিত ব্যধিতে আক্রান্ত হইতেন। তখন সুরাপানটা প্রবল হয় নাই, কিন্তু কলিকাতা প্রবাসীদিগের অনেকে গাঁজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপক্ক হইতেন।

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। বয়াপ্রাপ্ত পুরষদিগের অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকীর মধ্যে বাস করিয়া তাহারা অকালপক্ক হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহা জানা উচিত নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, বাঁকা সিঁতে

কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত ; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত ; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষা ও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত"]

(গ) তদেব। পৃঃ ৫৭ ["এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেই দিন কাটাইত।*** এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত ;***।

এ সময়ে ও ইহার কিঞ্চিৎ পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাজার আড্ডা হইয়াছিল। বড়বাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ এক একটা আড্ডা ছিল।"]

৫২। The Third Report of the Calcutta School Book Society, 1820. পৃঃ ৫০।

৫২। (ক) বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৫, পৃঃ ৭২।

৫৩। তদেব। পৃঃ ৭৭-৭৮। [বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তিনি অতি অল্প সময়ে এক নূতন সংস্কৃত ব্যকরণ রচনা করেন। উহাই পরবর্তীকালে সংস্কৃত ব্যকরণ উপক্রমণিকা রূপে পরিচিত।]

৫৪। তদেব। পৃঃ ৭৮-৭৯।

৫৫। তদেব। পৃঃ ৮১-৮২।

৫৬। Report of the Council of Education for 1850—51, পৃঃ ৩৫-৪৩।

৫৭। তদেব। 1854—55, পৃঃ ২৩।

৫৮। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৩৩৮। পৃঃ ১৯-২০।

৫৯। তদেব। পৃঃ ২২।

৬০। তদেব। পৃঃ ২৪।

৬১। (ক) তদেব। পৃঃ ২৫।

(খ) বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯৬।

৬২। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। হুগলী, ১৯২৯ সং বৎ। পৃঃ ২৩৬।

৬৩। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৮১।

৬৪। তদেব। পৃঃ ৮২।

৬৫। বিদ্যাসাগর—জীবনচরিত—সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। পৃঃ ৫৫।

৬৬। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৮০।

৬৭। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃঃ ২৩৬।

৬৮। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১৩১—১৩২।

৬৯। The vernacular class in the Medical college (In the Friend of India, 1852, July 8.)

৭০। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫।

৭১। General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency for 1855, পৃঃ ৫১-৫২।

৭২। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃঃ ২৩৭—৩৮।

৭৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, তৃতীয় অঙ্ক, কলিকাতা, ১৯৫৯। পৃঃ ১২১।

৭৪। শিশু শিক্ষা : প্রথম ভাগ, এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে শ্রীযুক্ত মদন মোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৭। বিজ্ঞাপন।

৭৫। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ১২৯৮। পৃঃ ৮২।

শিশুপাঠ্য রচনার ক্ষেত্রে মদন মোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে আলোচনা হত এবং পরস্পর পরস্পরকে যে সাহায্য করতেন তার প্রমাণ বিদ্যাসাগরের 'জীবন চরিত' প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন থেকে ভালভাবে পাওয়া যায়।

[সূত্র—বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ—প্রথম খণ্ড ; শিক্ষা। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯৭২। পৃঃ ১২৩—১২৪।]

৭৬। শিশুশিক্ষা—পঞ্চমভাগ-নীতিবোধ—শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৮। বিজ্ঞাপন পৃঃ ২।

৭৭। Correspondence relating to vernacular education in the Lower Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Govt. 1855, No. 22, পৃঃ ৭১-৭২।)

৭৮। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ১২৯৮। পৃঃ ১২০।

৭৯। Unpublished letters of Vidyasagar; ed by Arabinda Guha, Calcutta, 1971, পৃঃ ১৮৪-১৮৭।

৮০। শিশুশিক্ষা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। তৃতীয় ভাগ। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, একনবতিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

৮১। On the importance of cultivating the vernacular languages, by Wooday Chandra Addya (In Selection of discourses deliverd at the meeting of the society for the acquisition of general knowledge, v. i, Calcutta, 1840, পৃঃ ২৭-২৮।)

৮২। হিন্দুকলেজান্তার্গত বাঙ্গালা পাঠশালা এবং গৌড়ীয় ভাষার চর্চা (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১৮৪৩, ২৪ জুলাই।)

৮৩। গভর্ণমেণ্ট স্কুল (সমাচার চন্দ্রিকা ১৮৪৫, ৪ঠা আগষ্ট।)

৮৪। সম্পাদকীয় (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৪, ১৫ই সেপ্টেম্বর।)

৮৫। Correspondence relating to vernacular education in the Lower Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Govt., 1855, No. 22, পৃঃ ৭৬।)

৮৬। বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৯ শক, ২২ কল্প, ভাগ ১, পৃঃ ২২৫।)

৮৭। Hints relative to Native Schools, Serampore, 1816. পৃঃ ৮৬।

৮৮। বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৫০ শক, ২২ কল্প, ভাগ ২, পৃঃ ২৩৯।)

৮৯। Correspondence relating to vernacular education in the Lower Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Govt, 1855, No. 22, পৃঃ ৩৪।)

৯০। তদেব।

৯১। The Normal School in Calcutta (In the Friend of India, 1847, 2nd September.)

৯২। Vernacular Education (In the Friend of India, 1848, 16th March.)

৯৩। Normal School English and Vernacular (In the Friend of India, 1849, 18th October.)

৯৪। Vernacular Education (In the Friend of India, 1849, 1st March.)

৯৫। Correspondence relating to vernacular Eduction in the Lower Provinces of Bengal. পৃ: ৭৩।

৯৬। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1855-56. Appendix (A), পৃ: ৩৭।

৯৭। তদেব, পৃ: ২৩।

৯৮। Correspondence relating to vernacular education in the Lower Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Govt., 1855, No. 22, পৃ: VI)

৯৯। সেকাল আর একাল—শ্রীরাজনারায়ণ বসু। কলিকাতা, শকাব্দা, ১৭৯৬। পৃ: ৪৪।

১০০। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড—শিক্ষা, কলিকাতা, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২, পৃ: ৪—৮।)

১০১। বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ (তদেব, পৃ: ১৫-২৪।)

১০২। A short history of educational ideas, by S. J. Curtis & M. E. A. Boultwood. London, 1953. পৃ: ৩৮৩।

১০৩। তদেব, পৃ: ৩৮৪।

১০৪। তদেব, পৃ: ৩৮৬।

১০৫। তদেব, পৃ: ৩৮৮।

১০৬। তদেব, পৃ: ৩৯০।

১০৭। তদেব, পৃ: ৩৯৯।

১০৮। তদেব, পৃ: ৪০৬।

১০৯। The education of the people ; a practical treatise on the means of extending its sphere and improving its character, by J. william, London, 1849. পৃঃ ১১৯-১২০।

১১০। বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড-শিক্ষা, কলিকাতা, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি। ১৯৭২, পৃঃ ১৩)

১১১। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৫। পৃঃ ১৮০।

১১২। Lectures on popular eduction delivered to the Edinburgh Philosophical Association in April and November, 1833, by George Combe ; 3rd edn, Edinburgh, 1848. Preface, পৃঃ vi.

১১৩। শিশুশিক্ষা—চতুর্থ ভাগ—বোধদয়—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৭। পৃঃ ২।

১১৪। বিদ্যাসাগর চরিত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩২৪, পৃঃ ১৬-১৭।

১১৫। The education of the people ; a practical treatise on the means of extending its sphere and improving its character, by J. william, London, 1849, পৃঃ ৯৯-১৯০।

১১৬। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা, ১২৯৮, পৃঃ ১২০।

১১৭। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (শিক্ষা ও বিবিধ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃঃ ২৫৯।

১১৮। Returns relating to publications in the Bengali language, in 1857*** by J. Long, Calcutta, 1859, পৃঃ ৪২।

১১৯। Catalogue of Sanskrit and Bengali publications printed in Bengal, Calcutta, 1865. পৃঃ ৩২।

১২০। Returns relating to publications in the Bengali Lan - uage, in 1857*** by J. Long, Calcutta, 1859. পৃঃ ৪২।

১২১। Catalogue of Sanskrit and Bengali Publications printed in Bengal, Calcutta, 1865, পৃ: ৩২।

১২২। Returns relating to publications in the Bengali language in 1857***by J. Long. Calcutta, 1859, পৃ: ১৩।

১২৩। Catalogue of Sanskrit and Bengali publications printed in Bengal, Calcutta, 1865, পৃ: ৩৩।

১২৪। Returns relating to publicatlons in the Bengali language in 1857.*** by J. Long. Calcutta, 1859, পৃ: ২০।

১২৫। তদেব, পৃঃ ২৫।

১২৬। তদেব, পৃঃ ২৯।

১২৭। তদেব, পৃ: ২৮।

১২৮। তদেব, পৃ: ৩০।

১২৯। তদেব, পৃ: ৫২।

১৩০। তদেব, পৃ: ৫৫।

১৩১। তদেব, পৃ: ৬২।

১৩২। তদেব, পৃ: ৩৩।

১৩৩। তদেব, পৃঃ ৬১।

১৩৪। Reports on Public Instruction in Bengal, 1880-81 & 1881-82.

১৩৫। Ibid, 1890-91, & 1891-92.

১৩৬। Correspondencc relating to vernacular education in the Lower Provinces of Bengal (In Selections from Records of Bengal Govt., 1855 No. 22, পৃঃ ৭৩।)

১৩৭। Appendix to the Calcutta Gazettee (1867-90) এ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা হইতে সঙ্কলিত।

১৩৮। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড—শিক্ষা। কলিকাতা, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৯৭২। পৃঃ ২।

১৩৯। Reports on Public Instruction in Bengal, 1909-1910 & 1910-1911.

১৪০। তদেব, 1922-23 & 1923-24।

১৪১। তদেব, 1910-1911।

১৪২। তদেব, 1922-23।

১৪৩। Appendix to the Calcutta Gazettee এ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা হইতে সঙ্কলিত।

পরিশিষ্ট

বর্ণপরিচয়, **প্রথম ভাগ** : ১৮৫৫—১৮৫৮ পর্য্যন্ত এগারোবার মুদ্রিত হয়। প্রতিবারের মুদ্রণ সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

প্রথমবার মুদ্রিত	—	৩,০০০
দ্বিতীয়বার ”	—	৫,০০০
তৃতীয়বার ”	—	৫,০০০
চতুর্থবার ”	—	৫,০০০
পঞ্চমবার ”	—	৫,০০০
ষষ্ঠবার ”	—	৫,০০০
সপ্তমবার ”	—	১০,০০০
অষ্টমবার ”	—	১০,০০০
নবমবার ”	—	১০,০০০
দশমবার ”	—	৫,০০০
একাদশবার ”	—	২৫,০০০

(সূত্র—বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ ; একাদশবার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৫৮। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডন।)

বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ : ১৮৫৫—১৮৫৮ পর্য্যন্ত আটবার মুদ্রিত হয়। প্রতিবারের মুদ্রণ সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

প্রথমবার মুদ্রিত	—	৩,০০০
দ্বিতীয়বার ”	—	৫,০০০
তৃতীয়বার ”	—	৫,০০০
চতুর্থবার ”	—	৫,০০০
পঞ্চমবার ”	—	১০,০০০
ষষ্ঠবার ”	—	৫,০০০
সপ্তমবার ”	—	৫,০০০
অষ্টমবার ”	—	২৫,০০০

(সূত্র—বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয়ভাগ ; অষ্টমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৫৮। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডন।)

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

ত্রিপঞ্চাশ সংস্করণ

সংবৎ—১৯৩১

(আখ্যান পত্র)

বর্ণপরিচয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরপ্রণীত।

প্রথম ভাগ।

অসংযুক্তবর্ণ।

ত্রিপঞ্চাশ সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

স ... ১।

মূল্য এক আনা।

(লণ্ডন, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সৌজন্যে)

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

ত্রিপঞ্চাশ সংস্করণ

সংবৎ—১৯৩১

(প্রথম পৃষ্ঠা)

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ঌ

এ ঐ ও ঔ

(লণ্ডন, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সৌজন্যে)

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণ

সংবৎ—১৯৩১

(আখ্যান পত্র)

বর্ণপরিচয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরপ্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্তবর্ণ।

পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণ।

কলিকাতা

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET.

1875.

(লণ্ডন, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সৌজন্যে)

(ক)

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তবিংশ সংস্করণ

সং বৎ ১৯২৪

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য্য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য।

খ য খ্য অসংখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।

গ য গ্য ভাগ্য, আরোগ্য, সৌভাগ্য।

চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।

জ য জ্য রাজ্য, বিভাজ্য, অনুযোজ্য।

ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।

ড য ড্য জাড্য।

ঢ য ঢ্য আঢ্য।

(খ)

পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণ

সং বৎ ১৯৩২

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

নংযুক্ত বর্ণ।

য ফলা।

য ্য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য।
খ য খ্য অসংখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ য গ্য ভাগ্য, আরোগ্য, সৌভাগ্য।
চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ য জ্য ত্যাজ্য, রাজ্য, জ্যোতি।
ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ড য ড্য জাড্য।
ঢ য ঢ্য আঢ্য।

(গ)

দ্বিষষ্ঠিতম সংস্করণ

সং বৎ ১৯৩৩

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য্য

ক	য	ক্য	ঐক্য, বাক্য অনৈক্য।
খ	য	খ্য	অসংখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ	য	গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ	য	চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ	য	জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট	য	ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ড	য	ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ	য	ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।

(ঘ)

চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ

সং বৎ ১৯৩৫

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

য ফলা।

য ্য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ য খ্য মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ য গ্য ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ য জ্য রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ড য ড্য জাড্য, তাড্যমান।
ঢ য ঢ্য আঢ্য, ধনাঢ্য।

(ঙ)

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী

শিক্ষা ও বিবিধ

সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাত, ১৩৪৬

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য্য

পৃঃ—২৭৯

ক	য	ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ	য	খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ	য	গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ	য	চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ	য	জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট	য	ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ	য	ঠ্য	লাঠ্য।
ড	য	ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ	য	ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।

(চ)

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

দেবকুমার বসু সম্পাদিত

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা, ১৩৭৩।

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য্য

পৃঃ—১৪৯

ক	য	ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ	য	খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ	য	গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ	য	চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ	য	জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট	য	ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ	য	ঠ্য	লাঠ্য, পাঠ্য, শাঠ্য।
ড	য	ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ	য	ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।

[বর্ণপরিচয়কে শিশুমনের উপযুক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগর সর্বদা চিন্তা করতেন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বিভিন্ন সংস্করণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। উপরোক্ত শব্দগুলি (দ্বিতীয় ভাগ, সংযুক্ত বর্ণ য—ফলা) সাজানোর পদ্ধতি থেকে ইহাই প্রমাণিত হয়।]

(ছ)

[বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি (মেদিনীপুর) কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহের বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ এখানে ব্যবহার করা হল। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি ও দেবকুমার বসু কর্তৃক সম্পাদিত রচনা সংগ্রহের বর্ণপরিচয়ের সাথে এর পার্থক্য টীকাতে উল্লেখ করা হল।]

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

বিজ্ঞাপন

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকালাবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণমধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড ঢ য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদমধ্যে অথবা পদান্তে থাকিলে ড় ঢ় য় হয়। সুতরাং অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়েই পরস্পর ভেদ আছে তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত,* এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয় সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এজন্য অসংযুক্তব্যঞ্জনবর্ণগণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।
১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২।

---

*একাদশ মুদ্রণে (১৮৫৮) "উচিতের" পরিবর্তে "শ্রেয় কল্প" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে ; সুতরাং সেই সেই অংশে পূর্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক।

প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বর বর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—গুড়, ঘর, হাত, জল, পথ, বন ইত্যাদি ; অকারান্ত—কত, ছোট, ভাল, ঘৃত, দৈব, মৌন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, সেই সেই শব্দের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবেক।

বাঙ্গালা ভাষায় ত কারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ডত কার। ঈষৎ, জগৎ, বৃহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড ত কারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয় পরীক্ষার শেষভাগে ত কারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্মা

কর্মাটাড

১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩২

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ

অজগর আনারস ইঁদুর ঈগল উট ঊষা
ঋষি লিচু একতারা ঐরাবত ওল ঔষধ

বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

অ এ ঋ ই ও ৯ ঐ উ ঔ ঈ আ ঊ

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ
ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য়
ং ৎ ঃ

কোকিল খরগোষ[১] গরু ঘোড়া বেঙ চাঁদ ছাগল
জাহাজ ঝাঁকামুটে তানপুরা টিয়া ঠাকুরমা ডাব ঢাক
হরিণ তাল থানা দাঁত ধনুক নৌকা পেঁচা ফড়িং
বাঘ ভোঁদড় মহিষ যাঁতিকল রথ লাটিম বুলবুলি
শেয়াল ষাঁড় সিংহ হনুমান য়াক সং

বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

ব[২] র ক ধ ঝ জ য য় ষ ঘ ম স খ থ ফ চ ঠ ঢ ঢ়
ট গ ল শ হ ছ ড ড় ঙ ত ভ ঞ দ প ণ ন ব
ং ঃ ৎ

বর্ণযোজনা

কর	ঘট	নখ	পথ	ভয়	বন
খল	জল	দশ	ফল	রস	শঠ

অচল	অপর	অবশ	আদর	আসন	ঈষৎ
অধম	অলস	অসৎ	আলয়	ইতর	ঔষধ

কপট	জগৎ	ধবল	মরণ	লবণ	শকট
গরল	দশম	নয়ন	রঞ্জক	বমন	সরল

আকার যোগ

আ া

ক আ কা ম আ মা

উদাহরণ

কাক	ঘাস	দান	পাঠ	মাস	বাস
গান	তাল	নাম	ভাগ	লাভ	শাক
ঘটা	কথা	দয়া	তারা	ভাষা	রাজা
লতা	সভা	জবা	দাতা	মালা	শাখা
কারণ	সাহস	কপাট	কাপাস	বাচাল	ভাবনা
বালক	অগাধ	সমান	পাষাণ	তাড়না	যাতনা

ইকার যোগ

ই ি

ক ই কি ব ই বি

উদাহরণ

তিল	হিম	গতি	দধি	রবি	নিধি
দিন	মনি	যদি	তরি	গিরি	লিপি
কিরণ	নিকট	হরিণ	অগতি	অশনি	শিশির
দিবস	কঠিন	মলিন	অবধি	নিবিড়	বিহিত

ঈকার যোগ

ঈ ী

ক ঈ কী ত ঈ তী

উদাহরণ

কীট তীর নীল ঘটী ধনী বলী
গীত ধীর শীত নদী জয়ী শশী
জীবন নীরস শীতল গভীর শরীর অলীক
তরণী রজনী পদবী

উকার যোগ

উ ু

ক উ কু স উ সু

উদাহরণ

কুল তুষ মুখ লঘু কটু মধু
ঘুণ বুধ সুখ ঋজু ঋতু তনু
কুশল মুখর সুলভ আকুল চতুর মধুর
অলঘু অপটু অতনু

ঊকার যোগ

ঊ ূ

ক ঊ কূ দ ঊ দূ

উদাহরণ

কূপ গূঢ় দূর ধূম ভূত মূঢ় শূল স্তূপ
নূতন পূরণ ভূষণ শূকর ময়ূর মসূর অকূল অপূপ

ঋকার-যোগ

ঋ ৃ

ক ঋ কৃ ত ঋ তৃ

উদাহরণ

কৃশ* গৃহ* ঘৃত* তৃণ* দৃঢ়* ধৃত* নৃপ* মৃগ*

কৃপণ পৃথক বৃহৎ

অকৃত* আদৃত* অনৃত* অমৃত* আবৃত* মসৃণ*

একার যোগ

এ ে

ক এ কে দ এ দে

উদাহরণ

কেশ খেদ তেজ দেশ ভেক মেঘ বেশ শেষ

কেবল চেতন ছেদন পেচক মেলক লেখক বেতন শেখর

সেবক আদেশ অনেক অপেয় অভেদ আবেশ অশেষ

ঐকার যোগ

ঐ ৈ

ক ঐ কৈ দ ঐ দৈ

উদাহরণ

জৈন তৈল দৈব* বৈধ* শৈল* হৈম*

কৈতব ধৈবত ভৈরব বৈভব শৈশব সৈকত

ওকার যোগ

ও ো

ক ও কো দ ও দো

উদাহরণ

কোন গোল চোর দোষ বোধ ভোগ রোগ লোভ শোক
কোমল গোপন ভোজন মোদক রোদন লোচন
চকোর কঠোর কপোত অবোধ আমোদ অশোক

ঔকার যোগ

ঔ ৌ

ক ঔ কৌ প ঔ পৌ

উদাহরণ

কৌল গৌর তৌল ধৌত* পৌষ মৌন* লৌহ* শৌচ
কৌশল গৌরব যৌবন সৌরভ

মিশ্র উদাহরণ

সাধু শিখা শোভা রীতি নীতি নাড়ী রাশি
পূজা বেণু বায়ু নৌকা সুখী ভূমি খেলা
ধেনু লীলা সেবা রিপু ধাতু কৃপা সীমা
নাভি ঘৃণা মেধা তালু বীণা পীড়া হানি
বিকার বিনাশ পৃথিবী বিচার একাকী মৃগয়া দুরাশা
আকৃতি কোকিল শৃগাল কৌতুক বালিকা নিরীহ* পিপাসা
মানুষ বিড়াল নিষেধ নীরোগ দয়ালু সোপান মেধাবী

মিশ্র উদাহরণ

অধিকার সমুদায় পরিনাম বিপরীত পরিশোধ
অনুতাপ পরিবার পরিহাস অনুরাগ অনুপায় অভিলাষ
আলোচনা নিবারণ কৌতূহল পুরাতন অবিচার পরিতোষ
অনুমান অভিমান অনুযোগ বিবেচনা
অনুধাবন পরিবেশন অনধিকার নিরপরাধ অনুশোচনা

অকুতোভয় অনুশীলন অনুমোদন অবিবেচনা অভিনিবেশ
নিরভিমান পরিদেবনা পারলৌকিক পারিতোষিক

অনুস্বার যোগ

ং

অ ং অং   ব ং বং

উদাহরণ

অংশ* বংশ* হংস* মাংস* সিংহ* হিংসা
দংশন সংশয় সংযোগ সংসার বিংশতি মীমাংসা

বিসর্গ যোগ

ঃ

ক ঃ কঃ   ন ঃ নঃ

উদাহরণ

দুঃখ* দুঃখী দুঃখিত দুঃশীল নিঃশেষ নিঃসৃত*
দুঃসময় দুঃসাহস অধঃপাত মনঃপূত* নিঃসহায় পুনঃপুনঃ

চন্দ্রবিন্দু যোগ

ঁ

কা ঁ কাঁ   চা ঁ চাঁ

উদাহরণ

চাঁদ দাঁত পাঁচ কাঁদ বাঁক হাঁস কাঁচা চাঁপা তাঁবা
কাঁটাল পাঁকাল কাঁসারি শাঁখারি

বর্ণ বিশেষে উ ঊ ঋ যোগের বিশেষ

গ উ গু

উদাহরণ

গুড় গুণ অগুণ বিগুণ গুহা গুণবান

র উ রু

উদাহরণ

রুচি রুধির তরু করুণা অরুণ নিরুপায়

শ উ শু

উদাহরণ

শুক শুচি পশু শিশু অশুভ* কিংশুক

হ উ হু

উদাহরণ

বহু বাহু রাহু আহুতি বহুমান হুতাশন

র ঊ রূ

উদাহরণ

রূঢ় রূপ সরূপ নিরূপণ আরূঢ়* অপরূপ

হ ঋ হৃ

উদাহরণ

হৃত* হৃদয় সুহৃৎ সহৃদয় আহৃত* অপহৃত*

১ পাঠ

বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।

২ পাঠ

পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।

৩ পাঠ

কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।

৪ পাঠ

কি পড়। কোথা যাও। ধীরে চল। কাছে এস। বই আন।

৫ পাঠ

নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী। কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল।

৬ পাঠ

বাহিরে যাও। ভিতরে এস। কপাট খোল।
কাগজ রাখ। কলম দাও।

৭ পাঠ

আমি যাইব। তোমরা যাও। আমরা যাইতেছি।
সে আসিবে। তিনি গিয়াছেন। তাহারা আসিতেছে।

৮ পাঠ

কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।
গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।

৯ পাঠ

আমি মুখ ধুইয়াছি। গোপালের পড়িবার বই নাই।
রাখাল কাপড় পরিতেছে। মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।
ভুবন কাপড় পরিয়াছে। যাদব এখনও শুইয়া আছে।
রাখাল সারাদিন খেলা করে।

১০ পাঠ

রাম, তুমি হাসিতেছ কেন। তিনি এখানে কখন আসিবেন।
নবীন কেন বসিয়া আছে। আমরা কাল সকালে যাইব।
আমি আজ পড়িতে যাইব না। তুমি একলা কোথায় যাইতেছ।
তোমরা এখানে কি করিতেছ।

১১ পাঠ

তুমি কখন পড়িতে যাইবে। আমি আজ বিকালে যাইব।
যদু কাল সকালে আসিবে। কাল আমরা পড়িতে যাই নাই।
তোমার গৌণ হইল কেন। আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব।
কাল রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।

১২ পাঠ

কখনও মিছা কথা কহিও না। ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না। রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না। পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

১৩ পাঠ

তারক ভাল পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পরিতে পারে না।
কৈলাস কাল পড়া বলিতে পারে নাই।
আজ অসুখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব না।
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

১৪ পাঠ

আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন ; নূতন পড়া দিবেন না।

১৫ পাঠ

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে। তুমি কাপড় পর। আমার বই লইয়াছি। তোমার বই কোথায়। এস যাই, আর দেরি করিব না। কাল আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম; সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

১৬ পাঠ

দেখ রাম, কাল তুমি, পড়বার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।

১৭ পাঠ

নবীন কাল তুমি, বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে মানুষ, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

১৮ পাঠ

গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারা দিন খেলা করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।

১৯ পাঠ

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনী গুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায় হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠ-শালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপাল ও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনী-গুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দু'বেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।

২০ পাঠ

গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুশী তাই করে; সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরু মহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার হারাইলে, আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

২১ পাঠ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

সম্পূর্ণ

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবে ও বিরক্তি জন্মিবে, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পাঠ বালকদিগের সম্পূর্ণ রূপে বোধগম্য হইবার যোগ্য বিষয় লইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।

১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২।

দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত এবং চারিটি নূতন পাঠ সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯৩৩।

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য ্য

ক য ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ য খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ য গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ য চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ য জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট য ট্য	নট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ য ঠ্য	লাঠ্য।[১]
ড য ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ য ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।

ণ য ণ্য	পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য।
ত য ত্য	নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু।
থ য থ্য	তথ্য, পথ্য, মিথ্যা।
দ য দ্য	অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ।
ধ য ধ্য	ধ্যাতব্য, ধ্যান।
ন য ন্য	অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্যায়।
প য প্য	রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত।
ভ য ভ্য	লভ্য, সভ্য, অভ্যাস।
ম য ম্য	রম্য, অগম্য, বৈষম্য।
য য য্য	অজয্য,[২] আতিশয্য, শয্যা।
ল য ল্য	বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ।
ব য ব্য	নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি।
শ য শ্য	অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল।
ষ য ষ্য	দূষ্য, পোষ্য, শিষ্য।
স য স্য	নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য।
হ য হ্য	সহ্য, বাহ্য, লেহ্য।

প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখনও লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যা বলিবেন, তাহা করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভাল বাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

র ফলা

র ্র

ক র ক্র	বক্র, বিক্রয়, ক্রুর, ক্রোধ।
গ র গ্র	অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম।
ঘ র ঘ্র	শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।
জ র জ্র	বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত।
ত র ত্র	গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম।
দ র দ্র	রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত।
ধ র ধ্র	গৃধ্র, ধ্রিয়মান।
প র প্র	প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ।
ভ র ভ্র	শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রুকুটি।
ম র ম্র	আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট।
ব র ব্র	ব্রণ, ব্রত, ব্রীড়া।
শ র শ্র	শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান।
স র স্র	সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত।
হ র হ্র	হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান।

দ্বিতীয় পাঠ

১। শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমায় ঘৃণা করিবে।

ল ফলা

ল ্ল

ক ল ক্ল	শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।
গ ল গ্ল	গ্লপিত, গ্লানি।
প ল প্ল	বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।
ম ল ম্ল	অম্ল, ম্লান, অম্লান।

ল ল ল্ল পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক, কল্লোল।

শ ল শ্ল শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্লেষ।

হ ল হ্ল আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা

ব ্ব

ক ব ক্ব পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব।

জ ব জ্ব জ্বর, জ্বলিত, জ্বালা।

ট ব ট্ব খট্বা, খট্বিকা।

ত ব ত্ব ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।

দ ব দ্ব দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।

ধ ব ধ্ব ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী।

ন ব ন্ব অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ।

ল ব ল্ব বিল্ব, পল্বব।

শ ব শ্ব অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত।

স ব স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী

হ ব হ্ব বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান।

তৃতীয় পাঠ

সুশীল বালক

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে, তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখা পড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত এই ভাবে, লেখা পড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী দিগকে বড় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা ধমকাইলে, রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। সে জানে, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না।

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন।

ণ ফলা

ণ ৭

ণ ণ ণ্ণ	নিষণ্ণ, বিষণ্ণ, ষণ্ণবতি।
ষ ণ ষ্ণ	কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
হ ণ হ্ণ	পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ন ফলা

ন ন্

গ ন গ্ন	ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়।
ঘ ন ঘ্ন	বিঘ্ন কৃতঘ্ন, বিঘ্ন।
ত ন ত্ন	যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।
ন ন ন্ন	অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান।
ম ন ম্ন	নিম্ন, নিম্নগা, আম্নায়।
স ন স্ন	স্নপিত, স্নান, স্নেহ।
হ ন হ্ন	চিহ্ন, নিহ্নব, বহ্নি, আহ্নিক।

ম ফলা

ম ম্

ক ম ক্ম	রুক্ম, রুক্মিণী।
গ ম গ্ম	তিগ্ম, বাগ্মী।
ঙ ম ঙ্ম	বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ট ম ট্ম	কুট্মল, কুট্মমিত।
ণ ম ণ্ম	মৃণ্ময়, হিরণ্ময়।
ত ম ত্ম	আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়।
দ ম দ্ম	পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী।
ধ ম ধ্ম	আধ্মাত, আধ্মান।
ন ম ন্ম	জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম ম ম্ম	সম্মত, সম্মান, সম্মুখ।
ল ম ল্ম	গুল্ম, শাল্মলী, উল্মুক।
শ ম শ্ম	শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর।
ষ ম ষ্ম	উষ্ম, উষ্মাগম।
স ম স্ম	ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত।
হ ম হ্ম	জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

চতুর্থ পাঠ

যাদব

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে এক দিনও বিদ্যালয়ে যাইত না ; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া আসিল। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটী বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভুবন ! আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে, যখন সকলে বাড়ী যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব।

ভুবন কহিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না। সারাদিন খেলা করিলে, পড়া হবে না।৩ কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, অভয় ! আজ পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি।

অভয় কহিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা, তুমি একদিনও পড়িতে যাও না, তোমার সহিত খেলা করিলে, আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে, লেখা পড়া কিছুই হবে না।৩ কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখা পড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পায়।

এই বলিয়া অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে আইসে না। পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভাল বাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

রেফ

র ´

র ক র্ক	তর্ক, কর্কশ, শর্করা।
র খ র্খ	মূর্খ, মূর্খতা।
র গ র্গ	দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ।
র ঘ র্ঘ	দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত।
র জ র্জ	নির্জন, দুর্জন, নির্জীব।
র ঝ র্ঝ	ঝর্ঝর, নির্ঝর।
র ণ র্ণ	কর্ণ, বর্ণ, নির্ণয়, নির্ণীত।
র থ র্থ	অর্থ, সার্থক, সমর্থ, অর্থাৎ।
র দ র্দ	নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ।
র ধ র্ধ	নির্ধন, নির্ধূম, নির্ধৌত।
র ন র্ন	দুর্নয়, দুর্নাম, দুর্নিবার,
র প র্প	সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর।
র ব র্ব	দুর্বল, নির্বোধ।
র ভ র্ভ	নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা।
র ল র্ল	দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ।
র শ র্শ	দর্শন, পরামর্শ, দর্শিত।
র ষ র্ষ	হর্ষ, বিমর্ষ, বর্ষা, বার্ষিক।
র হ র্হ	বর্হ, গর্হিত।

পঞ্চম পাঠ

নবীন

নবীন নামে একটী বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভাল বাসিত যে, সারা দিন পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, একবারও লেখা পড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

একদিন, নবীন দেখিল, একটী[৪] বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে, তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এস দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখা পড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে, ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। এজন্যে বাবা আমাকে ভালবাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভাল বাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখা পড়ায় অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটি বালক, চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছে? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময়, কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে অবহেলা করিব না।

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া কহিল, আয় না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল কহিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে, গরু চরান হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা একদিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিব না।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না। কেবল আমিই সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াই। সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য, তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হলে, আমি চিরকাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে পারিলে, আর আমায় ভাল বাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আর আমি লেখা পড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখা পড়ার সময় লেখা পড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখা পড়ায় মনোযোগ করিল। তারপর, আর সে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে লেখা পড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষর

ক ক ক্ক	চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক ত ক্ত	রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক ষ ক্ষ	ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ ধ গ্ধ	দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ ক ঙ্ক	অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।

ঙ খ ঙ্খ — শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।

ঙ গ ঙ্গ — অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।

ঙ ঘ ঙ্ঘ — লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘিত।

চ চ চ্চ — উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।

চ ছ চ্ছ — তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ।

চ ঞ চ্ঞ — যাচ্ঞা।

জ জ জ্জ — কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত।

জ ঝ জ্ঝ — কুজ্ঝটিকা।

জ ঞ জ্ঞ — বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়।

ঞ চ ঞ্চ — চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত।

ঞ ছ ঞ্ছ — লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।

ঞ জ ঞ্জ — অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন।

ট ট ট্ট — অট্টহাস, অট্টালিকা।

ড় গ ড়্গ — খড়্গ, খড়্গাঘাত।

ণ ট ণ্ট — কণ্টক, বণ্টন।

ণ ঠ ণ্ঠ — কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।

ণ ড ণ্ড — খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডূষ।

ত ত ত্ত — উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি, উত্তেজনা।

ত থ ত্থ — উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।

দ গ দ্গ — মুদ্গর, উদ্গার, মদ্গ্‌র।

দ ঘ দ্ঘ — উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।

দ দ দ্দ — উদ্দীপন, উদ্দেশ।

দ ধ দ্ধ — বদ্ধ, বুদ্ধি, উদ্ধত।

দ ভ দ্ভ — উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।

ন ত ন্ত — দন্ত, চিন্তা, সন্তোষ।

ন থ ন্থ — মন্থন, পন্থা।

ন দ ন্দ — আনন্দ, মন্দির, সিন্দূর, সন্দেহ।

দ ধ ন্ধ — অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু।

প ত প্ত — তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।

ব জ ব্জ — অব্জ, কুব্জ।

ব দ ব্দ　　শব্দ, শব্দায়মান, শাব্দিক ।

ব ধ ব্ধ　　লব্ধ, লুব্ধ, আরব্ধ ।

ম প ম্প　　কম্প, সম্পদ, সম্পাদন ।

ম ফ ম্ফ　　লম্ফ, গুম্ফিত ।

ম ব ম্ব　　কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন ।

ম ভ ম্ভ　　আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর, সম্ভোগ ।

ল ক ল্ক　　শল্ক, বল্কল, উল্কা ।

ল গ ল্গ　　বল্গা, ফাল্গুন ।

ল প ল্প　　অল্প, কল্পনা, কল্পিত ।

শ চ শ্চ　　নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম ।

শ ছ শ্ছ　　শিরশ্ছেদ ।

ষ ক ষ্ক　　শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কৃত ।

ষ ট ষ্ট　　কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি ।

ষ ঠ ষ্ঠ　　কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর ।

ষ প ষ্প　　পুষ্প, নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন ।

ষ ফ ষ্ফ　　নিষ্ফল, নিষ্ফলতা ।

স ক স্ক　　তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত ।

স খ স্খ　　স্খলন, স্খলিত ।

স ত স্ত　　হস্ত, নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ ।

স থ স্থ　　সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থূল ।

স প স্প　　বাস্প,[৫] আস্পদ, পরস্পর ।

স ফ স্ফ　　স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত ।

ষষ্ঠ পাঠ

মাধব

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়া লেখা পড়া শিখিত; কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না এজন্য সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটা মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে বড় ভালবাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত।

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য চুরি করিত, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গিয়া কহিত, মহাশয়! আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন।

প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব, দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের এক খানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্য হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইল না। পরে পুনরায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

দিব। সে কহিল, আমি কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া, যে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু, কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এই রূপে বারং বার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বিস্তর ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অতিশয় ঘৃণা হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল অবধি চুরি অভ্যাস করিয়া মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যগ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া, চুরি করিত। এ জন্য, যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটীতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে

ক ষ ণ ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতা।
ক ষ ম ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী।
ঙ ক ষ ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষা, সঙ্ক্ষেপ।
জ জ ব জ্জ্ব	উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা।
ত ত র ত্ত্র	পুত্ত্র, ছত্ত্র, ছাত্ত্র।
ত ত ব ত্ত্ব	তত্ত্ব, মহত্ত্ব, সাত্ত্বিক।
ত ম য ত্ম্য	দৌরাত্ম্য, মাহাত্ম্য।
ন ত র ন্ত্র	মন্ত্র, যন্ত্র তান্ত্রিক, মন্ত্রী।
ন ত ব ন্ত্ব	সান্ত্বনা।

ন দ র ন্দ্র	চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়।
ন ধ য ন্ধ্য	বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।
ন ন য ন্ন্য	সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।
ম প র ম্প্র	সম্প্রতি, সম্প্রদায়, সম্প্রীত।
ম ভ র ম্ভ্র	সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম।
র চ চ র্চ্চ	অর্চ্চনা, চর্চ্চা, অর্চ্চিত।[৬]
র চ ছ র্চ্ছ	মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।[৭]
র জ জ র্জ্জ	গর্জ্জন, উপার্জ্জন, বর্জ্জিত।[৮]
র দ দ র্দ্দ	কর্দ্দম, দুর্দ্দিন নির্দ্দেশ।[৯]
র দ ধ র্দ্ধ	অর্দ্ধ, অর্দ্ধাশন, নির্দ্ধারিত।[১০]
র ম ম র্ম্ম	কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মাণ, নির্ম্মূল।[১১]
র য য র্য্য	কার্য্য, ধৈর্য্য, মর্য্যাদা।[১২]
র ব ব র্ব্ব	খর্ব্ব, পর্ব্বাহ, গর্ব্বিত।[১৩]
র শ ব র্শ্ব	পার্শ্ব, পারিপার্শ্বিক।
ষ ট র ষ্ট্র	উষ্ট্র, রাষ্ট্র।
ষ প র ষ্প্র	নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবেশ।
স ত র স্ত্র	অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী।

সপ্তম পাঠ

রাম

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতামাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতামাতা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনীগুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভাগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না। ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলকেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় কদাচ সেরূপ কর্ম্ম করে না, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ কর্ম্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অত্যন্ত ভাল বাসে। রামকে দেখিলে তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়।

লেখা পড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোন মন্দ কর্ম্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহার পিতামাতা অথবা শিক্ষক বলেন, রাম তুমি বড় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না, এবার আমায় মাপ করুন। তারপর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম্ম করে না।

যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না; সে কখনও কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া, বলিয়া ডাকে না। কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য, কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয় বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

অষ্টম পাঠ

পিতামাতা

দেখ বালকগণ! পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভাল বাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা সে চেষ্টা করেন। তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ ও আহ্লাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চির কাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহ্লাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহ্লাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়াশান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ, তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

অতএব, তোমরা কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে; যাহা নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সুসন্তান বলে। সুসন্তান হইলে, পিতা মাতার সুখের ও আহ্লাদের সীমা থাকে না।

নবম পাঠ

সুরেন্দ্র

সুরেন্দ্র! আমার কাছে এস। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষনাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, পুষ্করিনীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুড়িতেছিল[১৪]; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষনে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র বলিল, হাঁ মহাশয়! যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ঢেলা ছুড়িতেছিলাম[১৫]। ঢেলা ছুড়িলে[১৬] কোনও দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটী পাখী বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ঢেলা ছুড়িয়াছিলাম[১৭]।

এই কথা শুনিয়া শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। পাখী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ঢেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ঢেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ঢেলা ছুড়ে[১৮], আর ঐ ঢেলা তোমার গায়ে লাগে, তোমার কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ঢেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়! আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ঢেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে, তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ঢেলা ছোড়া[১৯] ভাল নয়।

তখন শিক্ষক কহিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে লক্ষ্য করিয়া, ঢেলা ছুড়িয়াছিলে[২০], উহার গায়ে ঐ ঢেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ঢেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে সে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত। বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব দেখ, ঢেলা ছোড়ায়[২১] কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়! না বুঝিয়া, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আপনকার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সুরেন্দ্র। তুমি দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ঢেলা ছোড়া[২২] ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

দশম পাঠ

চুরি করা কদাচ উচিত নয়

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহা-দিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের এক খানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তক খানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক খানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্ত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসী হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি[২৩] ! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, মাসি ! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারন। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।

সম্পূর্ণ

টীকা

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

১। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি সম্পাদিত রচনাবলীতে ব-র স্থলে স-র প্রয়োগ দেখা যায়।

২। তাদেব। ব-র স্থলে য-র প্রয়োগ দেখা যায়।

৩। তদেব ও দেবকুমার বসুর সম্পাদিত রচনাবলীতে স-র স্থলে শ-র প্রয়োগ দেখা যায়।

দ্বিতীয় ভাগ

১। বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি ও দেবকুমার বসু সম্পাদিত রচনাবলীতে লাঠ্য-র সাথে পাঠ্য ও শাঠ্য শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

২। তদেব। জ-র স্থলে য-র প্রয়োগ দেখা যায়।

৩। তদেব। 'হবে'র পরিবর্তে 'হইবে' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

৪। তদেব। ঈ-কারের স্থলে ই-কারের প্রয়োগ দেখা যায়।

৫। তদেব। 'বাষ্প' শব্দটির উল্লেখ নেই।

৬—১৩। তদেব। উল্লিখিত শব্দগুলোর পরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দযুগলের উল্লেখ দেখা যায়।

র ধ ব র্ধ্ব উর্ধ্ব, মূর্ধ্বা।

১৪—২২। বিদ্যাসাগর জাতীয় সমিত প্রকাশিত রচনাবলীতে উল্লিখিত শব্দগুলোর নিম্নলিখিত বানান দেখা যায়।

ছুঁড়িতেছিলে, ছুঁড়িতেছিলাম, ছুঁড়িলে ইত্যাদি।

২৩। এখানে একই শব্দের বিভিন্ন বানান দেখা যায়।

[উপরোক্ত আলোচনা থেকেও বর্ণপরিচয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।]